Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

প্যারেন্টিং (সন্তান লালন-পালনের গাইডলাইন)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাদিজা

রোলঃ 228020945

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

প্যারেন্টিং (সন্তান লালন-পালনের গাইডলাইন)

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাদিজা

রোলঃ 228020945

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " প্যারেন্টিং (সন্তান লালন-পালনের গাইডলাইন) " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে খাদিজা, আইডিঃ 228020945 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ প্যারেন্টিং (সন্তান লালন-পালনের গাইডলাইন) ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Khadija

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

খাদিজা

আইডিঃ 228020945

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা

ِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

সন্তান প্রতিপালন ইসলামে একটি পবিত্র দায়িত্ব এবং মহান আমানত। পিতা-মাতার জন্য এটি কেবল একটি জৈবিক দায়িত্ব নয়, বরং ঈমান, আমল ও আদর্শ গঠনের একটি দীর্ঘমেয়াদী দায়িত্ব। মুসলিম সমাজে একটি পূর্ণ্যবান, সুশিক্ষিত এবং চরিত্রবান প্রজন্ম গড়ে তুলতে হলে শুরু থেকেই প্যারেন্টিং হতে হবে ইসলামি চেতনায় পূর্ণ।

এই থিসিসে আমরা ধাপে ধাপে মুসলিম প্যারেন্টিং-এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছি। প্রথমেই প্যারেন্টিং-এর পরিচয়, গুরুত্ব এবং নিজস্ব ঈমান দৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়েছে। এরপর সন্তানের আগমনের আগেই কিভাবে মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি নিতে হয়, কেমন জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা উচিত এবং সন্তানের জন্য দোআ ও আকাঙ্ক্ষা কেমন হওয়া দরকার, তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ইসলামে তারবিয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে আমরা উল্লেখ করেছি নবীদের পদ্ধতি—নুহ, ইবরাহিম, ইসমাইল, ইয়াকুব ও জাকারিয়া (আ.)-এর জীবন থেকে। পাশাপাশি নবী করিম (সা.)-এর আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে, যেখান থেকে জানা যায় কিভাবে নামাজ, তাকওয়া ও চরিত্র গঠনের শিক্ষা পরিবারে প্রচলন করা যায়।

আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ যেমন—টেলিভিশন, স্মার্টফোন, ইন্টারনেট, ছবি-মূর্তি, মানসিক চাপ এবং নৈতিক অবক্ষয়ের মতো বিষয়গুলোকেও এখানে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কীভাবে এগুলো থেকে সন্তানদের রক্ষা করা যায়, তাও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা ও জ্ঞান প্রদানের পাশাপাশি সন্তানের ব্যক্তিত্ব বিকাশ, আত্মসম্মানবোধ, এবং ভালোবাসাময় পরিবেশ গঠনের কথাও আলোকপাত করা হয়েছে। আবার, মন্দ তারবিয়ার ফলে কী কী ক্ষতি হয়—পিতা-মাতার অবাধ্যতা, সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক অশান্তি—এসব নিয়েও আলোচনা রয়েছে।

এই পুরো গাইডলাইনটি একটি ইসলামী আদর্শ পরিবার গঠনের লক্ষ্যেই প্রস্তুত, যা ব্যক্তির পাশাপাশি উম্মাহ ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়ক হবে।

পাঠ ১:- প্যারেন্টিং শুরুর জীবনচারা

ক. মুসলিম প্যারেন্টিং বলতে কি বুঝি আমরা?

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

"এবং যারা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্যে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্যে নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্যে অনুসরণযোগ্য।"

—আল ফুরকান - ৭৪

বাবা-মার জন্য সন্তান হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার বিরাট এক নিয়ামত। সন্তান বাবা-মার চোখের শীতলতা, অন্তরের প্রশান্তি, জীবনের পরিপূর্ণতা এবং সব আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। সন্তানের সঠিক লালন-পালনের জন্য তাদের জন্মের পর থেকে প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাবা-মাকে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়, যার ওপর নির্ভর করে সন্তানের সুষ্ঠু গঠন, সুন্দর বিকাশ, সত্যিকারের শিক্ষা ও সুপ্রতিষ্ঠা।

প্যারেন্টিং পরিচিতি : Parenting ইংরেজি শব্দ। এর প্রতিশব্দ... Child rearing ...। অর্থ সন্তান প্রতিপালন। পরিভাষায় প্যারেন্টিং হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সন্তান জন্মের পর থেকে তার অগ্রগতির প্রতি সজাগ থাকা হয় এবং মানসিক, শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় ইত্যাদি দিক দিয়ে তাকে সহযোগিতা করা হয়। এক কথায়, সন্তান প্রতিপালনে বাবা-মার দায়িত্ব কর্তব্যই প্যারেন্টিং।

প্যারেন্টস পরিচিতি : জন্মদাতা পিতামাতা হলেন মূলত প্যারেন্টস। এ ছাড়া দাদা-দাদী, চাচা-চাচী, নানা-নানী, খালা-খালু, মামা-মামী, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কো-প্যারেন্টস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
প্যারেন্টিং-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: প্যারেন্টিং একটি আমানতদারি। এটি সন্তানের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, সন্তানের অধিকার নিশ্চিত করে, বাবা-মাকে দায়িত্ব সচেতন করে। এটি বাবা-মা ও সন্তান উভয়ের জন্যই একটি গাইডলাইন। এটি সন্তানের ইহ ও পারলৌকিক জীবনে সফলতার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা। এর উপর নির্ভর করে পিতা-মাতার মান-সম্মান, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সন্তানের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি দেশ ও জাতির কল্যাণ। ভালো প্যারেন্টিংয়ের ফল হলো সুসন্তান, সুখি পরিবার, সুনাগরিক, সুস্থ সমাজ এবং সমৃদ্ধ রাষ্ট্র, সুশৃঙ্খল জাতি।

আবার, প্যারেন্টিং ব্যর্থতার ফল হলো চরিত্রহীন সন্তান, নৈতিক অবক্ষয়, আদর্শহীনতা, সামাজিক অবক্ষয়, পাপাচার বৃদ্ধি, হতাশা, অশান্ত পরিবার, বিশৃঙ্খল রাষ্ট্র এবং বিপর্যস্ত বিশ্ব। তাই ভালো প্যারেন্টিংয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

খ. সবার আগে নিজেদের ঈমান

সন্তানের মাঝে ঈমান গেঁথে দিতে বাবা-মাদের আগে নিজেদের ঈমান পোক্ত করতে হবে। আমাদের এ-বইটি কিন্তু শিশুদের জন্য না; বাবা-মাদের জন্য।

অন্যকে শেখাতে গেলে নিজে বেশি শেখা যায়। শিশুদের ঈমানের তালিম দিতে গিয়ে দেখবেন, নিজেরই ঈমান ঝালাই হচ্ছে। এ ছাড়া নিজেরা বইপত্র পড়বেন, ইবাদত বাড়াবেন, মুসলিম সমাজের জন্য কাজ করবেন। এগুলোও আপনাদের ঈমান মজবুত করবে। বাচ্চাদের মাঝে ঈমান সঞ্চারের কাজটা সহজ হবে তাতে।

মায়ের কোলকে বলা হয়েছে শিশুর প্রথম পাঠশালা। এ সময়ের শিক্ষা তার সারা জীবনের উপর প্রভাব ফেলবে। তাই শিশুকে যতটা সম্ভব ভাল ভাল কথা এবং উত্তম আখলাক শিক্ষা দেওয়া মায়ের কর্তব্য। তার সাথে বেশি বেশি ঈমানী কথা বলা এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ইয়াক্বীন ও মুহাব্বাত পয়দা করা বড় জরুরী। এর মাধ্যমে তার দিলে ঈমানের বীজ বপন হবে। সেই বীজ একমসয় বিশাল বৃক্ষে পরিণত হবে। অতপর তা থেকে ছড়িয়ে পড়বে উত্তম আমল ও সুন্দর আখলাকের শাখা-প্রশাখা এবং তার জীবনব্যাপী থাকবে সেই বৃক্ষের শীতল ছায়া।

কিন্তু দুখের বিষয়, খুব কম মা-ই এ বিষয়ে যথাযথ মনোযোগ দেন। শিশুর এ মূল্যবান সময়টিকে তারা অহেতুক কাজের মধ্যেই পার করে দেন। যখন তাকে কালিমা শেখানো দরকার তখন শিক্ষা দেওয়া হয় ‘ডগ, ক্যাট, হাট্টি মাটিম টিম’...। আর এসব নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যেন শিশুর প্রতি এগুলোই তাদের কর্তব্য।
ফলে সেই শিশু ঈমানী শিক্ষা আর পায় না। আল্লাহর প্রতি তার আস্থা পয়দা হয় না। এমনকি নবীর পরিচয়ও সে জানতে পারে না। এ সম্পর্কে অতি দুঃখজনক একটা ঘটনা শুনেছি। এক শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হল, বল তো আমাদের নবীর নাম কী? সে জবাব দিল, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ (নাউযুবিল্লাহ) । নবীর পরিচয় তাকে না শেখালেও রবীন্দ্রনাথের ভক্তি ঠিকই তার হৃদয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। আফসোস! মায়েরা আজ কোথায় ঠেলে দিচ্ছে তাদের কলিজার টুকরা সন্তানকে।

যে উম্মতের চিন্তায় ব্যাকুলতায় নবীজী সারা জীবন কেঁদেছেন, আর হাশরের ময়দানে উম্মতী উম্মতী বলে পেরেশান হবেন। সেই উম্মত আজ চিনতে পারছে না তাদের নবীকে। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে। প্রতিটি শিশু তার মা-বাবার জন্য আল্লাহর অনেক বড় নিআমত, তাঁর পক্ষ থেকে আমানত। তাই যে আল্লাহ তাদেরকে এতবড় নিআমত দান করেছেন মা-বাবার উচিত তাঁর পরিচয় শিশুকে শিক্ষা দেয়া এবং আল্লাহর দেয়া এ আমানতকে সঠিক পথে পরিচালিত করা।

গ. সন্তান মানুষ করার বিশুদ্ধ বিশ্বাস

বিশুদ্ধ বিশ্বাস আমাদের ধর্মের মূল স্তম্ভ। এটা যেমন আমাদের নিজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সন্তান লালন-পালনের বেলাতেও গুরুত্বপূর্ণ। চলুন তবে নতুন করে ঝালাই করে নিই ইসলামের এই বুনিয়াদি স্তম্ভটিকে।

আপনারা আকাইদ বা আকীদা শব্দ শুনে থাকবেন। বাংলাতে এটাকেই আমরা বলছি বিশ্বাস। পৃথিবীতে নানা ধর্মের বিশ্বাসী মানুষ পাওয়া যায়। কিন্তু ইসলামি বিশ্বাস ছাড়া অন্য ধর্মবিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই। সেসব ধর্মবিশ্বাস হয় মিথ্যের ওপর গড়ে উঠেছে, নয়তো ইসলাম থেকেই উদ্ভূত হয়ে কালের পরিক্রমায় বিকৃত হয়ে গেছে। একমাত্র ইসলাম তার প্রকৃত রূপে টিকে রয়েছে। তাই একমাত্র ইসলামি বিশ্বাসই স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিখুঁত এবং অবিকৃত।

বেঁচে থাকার জন্য যেমন অক্সিজেন আর পানি অপরিহার্য, পরকালীন মুক্তির জন্য বিশ্বাসও ঠিক তেমন। বিশ্বাস ছাড়া মানুষ দিশেহারা যাযাবর। যুগ যুগ ধরে মানুষের মৌলিক কিছু প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে গেছে কেবল ইসলামি বিশ্বাস।

আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? এই পৃথিবী কীভাবে সৃজিত হলো? কে এর সৃষ্টিকর্তা? কেন তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন? পৃথিবীতে আমাদের দায়িত্বটাই-বা কী? স্রষ্টার সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? মানবজাতি ছাড়াও কি আর কোনো জাতি আছে? মৃত্যুর পরের জীবন কি সত্যি?

মানবজনমের এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় কেবল ইসলামি বিশ্বাসে। যার মাঝে এ বিশ্বাসের জ্ঞান যতো বেশি, তার ঈমান ততো মজবুত। এজন্য এর গুরুত্বও অনেক।

ঘ. পূর্ণ্যবান সন্তান গড়ার পদক্ষেপ

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

হে, আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পুত-পবিত্র সন্তান দান কর-নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। **—আলে ইমরান - ৩৮**

পুণ্যবান সন্তান মানে চোখের শান্তি, পরকালীন মুক্তি। এমন সন্তান পেতে বেশকিছু দুআ আছে কুরআনে। দুআগুলো বলার আগে একটা কথা বলে নেওয়া জরুরি। সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে সেজন্য কোনো দুআ আলাদা করে বলা নেই কুরআনে। ছেলে হোক কি মেয়ে, পুণ্যবান হওয়াই আসল কথা।

বাগানে ফুল ফুটুক, পাখি ডাকুক, এটা সকল মালিই চায়। কেন চাইবে না বলুন? বাগান গড়ে তোলার জন্যে কি তাকে কম কষ্ট করতে হয়?

বীজ বোনা থেকে নিয়ে পরিচর্যা—কত কত কষ্ট সহ্য করতে হয় একজন মালীকে। তার কষ্ট তখনই সফল হয়, যখন সাধের বাগানখানি ফুলে ফুলে ভরে ওঠে।

ঠিক তেমনিভাবে প্রতিটি বাবা-মা'কেও অনেক কষ্ট পোহাতে হয় আদুরে সন্তানের জন্যে। সন্তানকে মানুষ করার জন্যে জন্মের পর থেকেই দিনরাত খাটাখাটনি করতে হয়। মা-বাবার এত এত কষ্ট তখনই আনন্দের অশ্রু হয়ে ঝরে, যখন সন্তান মানুষের মতো মানুষ হয়।

আসলে আলোকিত সন্তান সবাই চায়। কিন্তু সন্তানকে আলোকিত করতে হলে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে, সে সম্পর্কে অনেকেই বেখবর। অনেকের ইচ্ছে থাকে সন্তান গড়ার কলাকৌশল জানার। কিন্তু সঠিক নির্দেশনার অভাবে তারাও অনেকসময় ভুল পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেন। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সন্তানের ওপর।
এমন সমস্যায় যেন আর কাউকেই পড়তে না হয়, সে জন্যেই আমাদের এই গাইডলাইন। এই বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা বাবা-মা'কে শিখিয়ে দেবে কীভাবে আলোকিত মানুষ হিসেবে সন্তানকে গড়ে তুলতে হয়।

ঙ. প্রকৃত অর্থে মুসলিম পরিবার গঠন

মুসলিম আদর্শ পরিবারের এক নজরে কিছু বৈশিষ্ট্যসমূহ।

আদর্শ পরিবারের বৈশিষ্ট্যের কিছু নমুনা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো:

১. সূরাহ মু'মিনূন, আছর ও মাউন এর শিক্ষাসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলা।

২. দানশীল হওয়া।

৩. হারাম থেকে বেঁচে থাকা।

৪. অল্পে তুষ্ট থাকা।

৫. পারস্পরিক সালাম বিনিময়।

৬. এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের ৬টি হক্ক (আদর্শ প্রতিবেশী)।

৭. গীবাত পরিত্যাগ করা।

৮. অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা থেকে বিরত থাকা।

৯. ঝগড়া ও প্রত্যুত্তর থেকে বিরত থাকা।

১০. খোঁটা দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

১১. পরিবারের সকল সদস্যকে দাঈ হওয়া।

১২. উত্তম দ্বারা খারাপকে প্রতিহত করা।

১৩. নফল ইবাদতে অভ্যস্থ হওয়া।

১৪. সর্বাবস্থায় দু'আর অভ্যাস গড়ে তোলা।

১৫.সর্বাবস্থায় শুকরিয়া আদায় করা।

১৬. আল্লাহ তাআলার প্রতি সর্বদা তাওয়াক্কুল বা ভরসা রাখা এবং পূর্ণ তাকওয়াশীল হওয়ার জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

১৭. যে কোনো বিতর্কিত বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়া।

১৮. সর্বদা অধিক মাত্রায় মৃত্যুকে স্মরণ করা।

১৯. পরস্পরে ছওয়াবের প্রতিযোগিতা করা ও সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালান।

২০. নিজে বাঁচা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এক জন আদর্শ নারী-পুরুষ এবং পরিবারের জন্য কাজের মানুষকেও শিক্ষা দিতে হবে। আর তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। কাজের মানুষের উপর অধিক কাজ চাপানো যাবে না। কারণ এ ব্যাপারেও কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হতে হবে এবং প্রতিশোধও দিতে হবে। তাই সাবধান! মা-বাবারা বাচ্চাদের ব্যাপারে সহনশীল হতে হবে। আর বাচ্চারা মা বাবার ব্যাপারে সম্মান শ্রদ্ধাবোধ থাকতে জাগ্রত শিখাতে হবে।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

'হে আল্লাহ! আপনার যাবতীয় প্রশংসা সহকারে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই। আমি আপনার নিকটে ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার নিকটেই তওবা করছি। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'বৈঠক শেষে এই দু'আ পাঠ করলে, তা (বৈঠকের মাঝের যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তির জন্য) কাফফারা হয়ে যাবে'

পরিবার এক অনন্য শিক্ষাগার। এখানে পিতামাতা সন্তানকে সুশিক্ষিত করে তোলে। পিতামাতার নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেই সন্তান সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ-

‘প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের (ইসলাম) উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বা খৃষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়’।[3] সুতরাং সৎ ও চরিত্রবান নাগরিক গড়ার প্রথম ভিত্তি হচ্ছে পরিবার। শিশুরা আদর্শবান হয়ে গড়ে ওঠে পরিবার থেকে। তাই পারিবারে যে শিশু সঠিকভাবে গড়ে ওঠে, সে বড় হয়েও সঠিক পথে অবিচল থাকে। পক্ষান্তরে যে শিশু

পরিবারে খারাপ শিক্ষা পায়, সে বড় হয়েও খারাপ পথেই চলতে থাকে। এজন্য পিতা-মাতা সন্তানকে আল্লাহভীতি, পরকালীন জবাবদিহিতা, মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য, আল্লাহর হক, বান্দার হক, পারস্পরিক সহমর্মিতা শিখানোর চেষ্টা করবেন। এর পাশাপাশি সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিবেন। যাতে তারা নিজেদের অভিভাবকহীন ভাবতে না পারে এবং সঠিক তত্ত্বাবধায়নের অভাবে বখে না যায়। পাশাপাশি তাদের সার্বিক বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখবেন এবং তাদের সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কেও নযর রাখবেন। যাতে অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ না হয়।

(আবু দাউদ, হা/৪৮৫৯; তিরমিযী, হা/৩৪৩৩; নাসাঈ, হা/১৩৪৪; মিশকাত, হা/২৪৩৩, ২৪৫০)।

পাঠ ২:- প্যারেন্টিং এর প্রি-প্রিপারেশন

ক. সন্তান লালন-পালনে পূণ্যবর্তী সঙ্গী বাছাইয়ের গুরুত্ব

এবং সন্তান রক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলা বিয়েকে বৈধ করেছেন। (অবৈধ সম্পর্কের কারণে) যেন বংশ বিশৃঙ্খল না হয়ে যায় এবং সম্মান নষ্ট না হয়।

বিয়ে হচ্ছে মানুষের মাঝে প্রতিনিয়ত তৈরি হওয়া যৌনশক্তি কাজে লাগানোর সর্বোত্তম পদ্ধতি। বিয়ের মাধ্যমে মানুষের মাঝে থাকা স্বভাবগত যৌন চাহিদা পূরণের সুশৃঙ্খল একটি ব্যবস্থা হয়। ফলে পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা মানুষের উত্তরাধিকার বজায় রাখার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। কল্যাণ ও সংশোধনের পথে জীবনটা পরিচালিত হয়।

পক্ষান্তরে সমাজে যদি পাপাচার, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে আর অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া হয় তা হলে এ হবে উম্মতের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং মানহানিকর। অচিরেই এর কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে পুরো উম্মাহ। এই পথটাকে রুদ্ধ করার জন্যই আল্লাহ তাআলা বিয়েকে রাসুলগণের সুন্নত বানিয়েছেন। আর কারও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তার জন্য বিয়ে ওয়াজিব করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেছেন, হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে বৈবাহিক জীবনের ব্যয়ভার বহনে সক্ষমতা যার আছে, সে যেন বিয়ে করে। কারণ দৃষ্টিনত

করতে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজতে বিয়ে বড়ো সহায়ক। আর যে (ভরণপোষণে) সক্ষম নয়, তাকে অবশ্যই রোজা রাখতে হবে। কারণ, তা তার যৌন উত্তেজনা দমনকারী।১

ইসলাম প্রত্যেক মুমিন পুরুষকে পুণ্যবতী স্ত্রী খুঁজে বের করতে উদ্বুদ্ধ করে। কেননা, সে হবে তার জীবনসঙ্গিনী। অনাগত সময়ে তার হাতেই লালিতপালিত হবে সন্তানাদি। স্ত্রী যেমন স্বামীর জন্য আল্লাহর বিশাল একটি নিয়ামত, স্বামীও তেমনি স্ত্রীর জন্য বড়ো একটি নিয়ামত। বর্ণিত হয়েছে,

"যাকে আদেশ করলে তোমার আনুগত্য করে।"' এই বাক্য দ্বারা নারীর বংশ, পরিবার ও শিক্ষা দীক্ষার উত্তমতা বোঝানো হয়েছে।২

"আর তোমার অনুপস্থিতিতে যে নিজের সতীত্ব ও তোমার সম্পদ সংরক্ষণ করে।" এটা বলে নারীর কঠোর দীনদারিতা, আল্লাহ এবং রাসুলের ওপর সত্যিকারের ইমান বিদ্যমান একথা বোঝানো উদ্দেশ্য।

এসব গুণের সমাহার যেই নারীর মধ্যে ঘটবে রাসুলের বাণী অনুযায়ী তাকেই বলা হবে সর্বোত্তম স্ত্রী।

পুণ্যবতী স্ত্রী হচ্ছে সৌভাগ্যের ফল্গুধারা। ঘরটাকে সে মাতিয়ে রাখে আনন্দ আর হাসিখুশিতে।

আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, মুমিন ব্যক্তি আল্লাহভীতির পর উত্তম যা লাভ করে তা হলো পুণ্যময়ী স্ত্রী। স্বামী তাকে কোনো নির্দেশ দিলে তা সে পালন করে। তার দিকে স্বামী তাকালে সে তাকে আনন্দিত করে। স্বামী তার ব্যাপারে শপথ করে কিছু বললে সে তা সত্যে রূপান্তরিত করে আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজ সম্ভ্রম ও স্বামীর সম্পদ হিফাজত করে।

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, আদম সন্তানের জন্য তিনটি জিনিস সৌভাগ্যের। আর তিনটি হলো দুর্ভাগ্যের আলামত। সৌভাগ্যের আলামত তিনটি হচ্ছে এই:

১. পুণ্যবতী স্ত্রী।
২. প্রশস্ত বাসস্থান।
৩. ভালো একটি বাহন

১. সহিহ মুসলিম: ৩২৯১; সহিহ বুখারি ৫০৬৫

খ. বিয়ের সময় যে বিষয়গুলো দেখা জরুরি

পাত্র বা পাত্রী বাছাইয়ের বেলায় গুরুত্ব দিতে হবে ধার্মিকতাকে। নবীজি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'চারটি জিনিস বিবেচনা করে একজন নারীকে বিয়ে করা হয়-এক. তার সম্পদ। দুই. বংশ মর্যাদা। তিন. রূপলাবণ্য। চার, ধার্মিকতা। তোমরা ধার্মিক নারীদের প্রাধান্য দেবে; নইলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। [২]

একটি ইসলামি পরিবার গড়তে বাকি সবকিছুর চেয়ে দরকার ধর্মীয় জ্ঞান আর ঈমান।

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী দুজনের মাঝে মমতা আর বিবেচনাবোধ থাকতে হবে। যার যার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হবে যথাসাধ্য। স্ত্রীর কোনো একটা কিছু ভালো না লাগলেই তার সাথে আজেবাজে আচরণ করা শোভনীয় নয়। সুমহান আল্লাহ বলেছেন-

তাদের সাথে দয়ামায়ার সম্পর্ক বজায় রাখো। যদি তাদের কোনোকিছু অপছন্দ হয়-হয়তো তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছ, যার মাঝে আল্লাহ কোনো কল্যাণ রেখেছেন।

উত্তম বংশীয় লোকেরা সাধারণত ভালোই হয়ে থাকে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, মানুষ হচ্ছে খনির মতো। জাহেলি যুগের উত্তম ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণের পরও উত্তম। যদি তারা দীনী জ্ঞান অর্জন করে।১

প্রাকৃতিক নিয়ম হলো, ভালো গাছ থেকে ভালো চারাই জন্ম নেয়। মন্দ গাছ থেকে মন্দ চারা। (সুতরাং ভালো বংশ থেকে জন্ম নেবে ভালো মানুষই। আর মন্দ বংশ থেকে সাধারণত মন্দই জন্ম নেবে।)-আল্লাহর পানাহ- প্রবাদ আছে, "বৃক্ষ তোমার নাম কী, ফলেই পরিচয়।"
স্ত্রী ঘরের কর্ত্রী, গৃহিণী। সে হলো ঘরের তত্ত্বাবধায়ক। সে তার তত্ত্বাবধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, তোমরা সবাই তত্ত্বাবধায়ক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নেতা একজন তত্ত্বাবধায়ক। পুরুষ তার পরিবারবর্গের অভিভাবক। নারী তার স্বামী-গৃহ এবং তার সন্তানদের তত্ত্বাবধায়ক। তোমরা সবাই তত্ত্বাবধায়ক এবং সবাই নিজ অধীনদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।

সুতরাং আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন পুণ্যবতী নারীর উচিত, সন্তানদের লালন-পালন এবং স্বামী গৃহের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হওয়া। এ-সংক্রান্ত সব বিষয়েই বিশেষভাবে খেয়াল রাখা। কারণ, তার জানা আছে, স্বামীর আনুগত্য মানে আল্লাহরই আনুগত্য। আর স্বামীর অবাধ্যতার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া। তাই সে আল্লাহর হুকুম পালনার্থেই স্বামীর আনুগত্য করবে যতক্ষণ না তাতে আল্লাহর অবাধ্যতা হয়।

পুরুষের উচিত পুণ্যবতী স্ত্রী খোঁজার পাশাপাশি সেই স্রষ্টার কাছে এর জন্য দুআ চালিয়ে যাওয়া যিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী এবং অন্তর্যামী। দুআর সময় এই আয়াতটি বেশি বেশি পড়া-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ: "হে আমাদের রব! দুনিয়াতে আমাদের কল্যাণ দান করুন। পরকালেও দান করুন কল্যাণ। আর আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।""

[২] সহীহ বুখারী: ৫০৯০, সহীহ মুসলিম: ১৪৬৬

[৩] সূরা নিসা, আয়াত:

১. সহিহ বুখারি: ৩৪৯৩; সহিহ মুসলিম: ২৬৩৮

২. সহিহ বুখারি: ৮৯৩; সহিহ মুসলিম: ১৮২৯

৩. সুরা বাকারা, আয়াত: ২০১

গ. সন্তানগ্রহণের প্রস্তুতি

একজন নারী ও পুরুষ দাম্পত্য-সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার পর নতুন একটি পরিবার গঠনের স্বপ্ন দেখে। বৃহৎ একটি সংসারে থেকেও তারা একান্ত নিজস্ব একটি পরিমণ্ডল গড়ে তোলার চেষ্টা করে। সাধের আল্পনায় সেই পরিমণ্ডলকে সাজিয়ে রাখার অদম্য অনুভব করে। তখন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী তাদের মধ্যে সন্তানের অভাব-বোধ সৃষ্টি হয়। সন্তান ছাড়া নিজেদেরকে অপূর্ণ মনে হতে থাকে। কোলাহলপূর্ণ পরিবারও শূন্য ও নিরানন্দ মনে হতে থাকে। তাই ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজন ও অবস্থানের কথা চিন্তা করে তারা সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কিন্তু আমাদের চিরায়ত সমস্যা-অজ্ঞতা ও অসতর্কতার কারণে তারা সন্তানগ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়ার কথা ভুলে যায়। নিষ্প্রয়োজন মনে করে। অথবা প্রস্তুতির ব্যাপারটি তাদের চিন্তায়ও আসে না। ফলে অনেক দম্পতিকেই আক্ষেপ করে বলতে শোনা যায়-

'আমরা সন্তান নিতে চাইনি। দুর্ঘটনাবশত গর্ভসঞ্চার হয়ে গেছে। এখন কী করবো?'

এই কী করবো-এর উত্তরে একশ্রেণির দম্পতি অনাগত সন্তানকে অমোঘ নিয়তি হিসেবে মেনে নেয়। একারণে মনঃকষ্টে ভোগে। আরেক শ্রেণির দম্পতি হারাম পন্থা অবলম্বন করে নিয়তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

কিন্তু সঙ্গত কারণেই উপর্যুক্ত দুই শ্রেণির কোনো শ্রেণিই সুখ ও সাফল্য লাভকরতে পারে না। যারা সন্তানকে দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করে তারা তো নয়-ই।

এমনকি যারা সন্তানকে পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখার আগেই হত্যা করে তারাও নয়। কেননা, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই যে-দম্পতি তাকে দুর্ঘটনা ও দুর্ভাগ্য বলে বিচার করে তারা কখনোই নবজাতক সন্তানকে নিয়ে সুখী হতে পারে না। আর যারা নিজেদের অস্তিতের কণাগুলো প্রাণময় হওয়ার অপরাধে সেগুলোকে হত্যা করে ফেলে তারা প্রায়শই নিঃসন্তান থেকে যায়। গর্ভপাতের অস্থায়ী উপায় কখনো কখনো তাদের জন্য স্থায়ী সমস্যায় পরিণত হয়।

অথচ গর্ভধারণ কোনো দুর্ঘটনা নয়। অবচেতনে ও অসতর্কতায় দেখা কোনো দুঃস্বপ্নও নয়; বরং এটা আকাশসম স্বপ্ন ছোঁয়ার প্রথম সিঁড়ি। ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কাজেই সন্তানগ্রহণের পূর্বে নিজেদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সন্তানের সুষ্ঠু প্রতিপালনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। কারণ,

সন্তান গর্ভে ধারণ থেকে শুরু করে তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ব্যাপার।

এসব বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রস্তুতি না-থাকার কারণে অনেক সময় গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসবের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। অসুস্থ শিশু জন্মলাভ করে। নবজাতককে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। শিশুর মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে তিক্ততা শুরু হয়। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-স্বল্পতার কারণে শিশুর প্রতিপালন এবং তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। তার বৈষয়িক ও নৈতিক শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গর্ভধারণ, সন্তানপ্রসব এবং প্রতিপালনের এসকল জটিলতা ও পারিপার্শ্বিককতা এড়ানোর জন্য এবং দম্পতিকে সন্তানগ্রহণের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করে তোলার জন্য কুরআন-হাদীসের কিছু নির্দেশনা তুলে ধরছি-

'তোমরা ভবিষ্যতে দরিদ্র হয়ে পড়ার ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রিযিক দান করি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা কবিরা গুনাহ। '১১)

- **শারীরিক প্রস্তুতি:**

প্রথম হাদীসে বলা হয়েছে, তোমরা এমন নারীকে বিয়ে করো যে-নারী শুধু সন্তান দান করতে সক্ষমই নয়; বরং যার মধ্যে অধিক সন্তান দানের সম্ভাবনা রয়েছে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অধিক সন্তানের সম্ভাবনার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলে প্রথমে যে-দিকটি আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সেটি হচ্ছে নর-নারীর শারীরিক গঠন এবং যৌন-স্বাস্থ্য ও সুস্থতা।

কাজেই সন্তানগ্রহণের পূর্বে প্রতিটি দম্পতির; বিশেষত স্ত্রীর শারীরিক সক্ষমতা এবং যৌন-স্বাস্থ্য ও সুস্থতা-বিষয়ে সচেতন ও নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে নিজেদের কনফিডেন্স ও আত্মবিশ্বাসই যথেষ্ট। তবে দু'জনের কোনো একজনের মধ্যে বিশেষ কোনো সংশয় কাজ করলে অভিজ্ঞ মুসলিম চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে স্বাস্থ্য-পরীক্ষাও করা যেতে পারে। এতে করে জানা যাবে, আপনারা সন্তানগ্রহণের জন্য এবং আপনার স্ত্রী গর্ভধারণের জন্য শারীরিকভাবে কতটা প্রস্তুত।

কেননা, স্বাস্থ্যবান সন্তান ও নিরাপদ জন্মপ্রক্রিয়ার জন্য একজন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান মায়ের বিকল্প নেই। এজন্য সংশয় থাকলে গর্ভধারণের পূর্বে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করে শারীরিক অবস্থা জেনে নেওয়া দোষের কিছু নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে এটা যথেষ্ট উপকারীও বটে। কারণ, এধরনের পরীক্ষা

অনেক সময় গর্ভধারণের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি জীবনযাত্রার মানকেও প্রভাবিত করে।

- **মানসিক প্রস্তুতি:**

সন্তান গ্রহণের পূর্বে দম্পতিকে মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। নিজেদের জন্য এবং অনাগত সন্তানের জন্য সার্বিক অনিষ্ট থেকে

সুরক্ষা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধ্যের অধীন এই প্রস্তুতি গ্রহণ করার শর্তে সুস্থ ও নিরাপদ নবজাতকের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, শয়তানের অশুভ দৃষ্টি বা প্ররোচনা তাকে কখনো কোনো অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না।
বস্তুত ইসলাম হলো জীবনবাদী ধর্ম। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্রিয়া-কলাপকে বিশেষ ইবাদাতে রূপ দেওয়া ইসলামের মজ্জাগত চেতনা। সন্তানগ্রহণ ও গ্রহণ-পূর্ব প্রস্তুতিও এই চেতনার আওতাভুক্ত। ইসলামের এই সদাজাগ্রত চেতনার কারণেই একজন মুসলিম তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঐচ্ছিক কোনো ঘটনাকে দুর্ঘটনা বা দুঃস্বপ্ন বলে বিশ্বাস করতে পারে না। গর্ভসঞ্চার হলে সে দিশেহারা বোধ করে না। সেটাকে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ও দুঃস্বপ্ন বলে অভিহিত করে না।

কাজেই ঈমানের পূর্ণতা ও অবিচলতার স্বার্থেই আপনাকে জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে। সুনির্দিষ্টভাবে জানতে হবে, এই মুহূর্তে আসলেই আপনারা সন্তান চান কি-না? সন্তানের প্রতিপালনের জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রস্তুতি আছে কি-না? আপনারা শিক্ষানবিশ হলে সন্তানগ্রহণ আপনাদের মৌলিক শিক্ষা বা জীবনযাত্রাকে শোচনীয় পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত করবে কি-না? গ্রহণযোগ্য কোনো কারণে আপনার সঙ্গী অপ্রস্তুত থাকলে এই মুহূর্তে সন্তানগ্রহণ করলে তার গুরুতর কোনো স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেবে কি-না? অথবা আপনাদের মধ্যে মনোমালিন্য বা বিচ্ছেদের মতো ঘটনা ঘটবে কি-না?

নিজেকে উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলো করার পর যদি আপনি ইতিবাচক সাড়া পান এবং সন্তোষজনক উত্তর পান তবে বলা যায়, আপনি প্রকৃত অর্থেই সন্তানগ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছেন। এখন আপনি নিশ্চিন্তে সন্তানগ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ আপনাকে আপনার স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর একটি সন্তান দান করুন।
বর্জনে ত্রুটি করো না। এটাকে তুচ্ছ বা ক্ষুদ্র জ্ঞান করো না। ইবাদাত-বন্দেগিতে মগ্ন থেকে অর্থনৈতিক ব্যাপারটিকে একেবারে পাশ কাটিয়ে যেয়ো না। অন্যের গলগ্রহ হয়ে থেকো না।

কেননা, হালাল পন্থায় জীবিকা উপার্জনও একটি মহান ইবাদাত। স্তরভেদে অনেক সময় এই ইবাদাতটি ফরযের পর্যায়েও উন্নীত হয়।

[১] সূরা ইসরা, আয়াত: ৩১

ঘ. পূর্ণ্যবান সন্তান মানুষ করার আনন্দ

সন্তান লালন-পালনে কি শুধুই কষ্ট? এখানে কি কোনো আনন্দ নেই? নেই কোনো তৃপ্তি?

এই যে আপনার নিষ্পাপ শিশুটি আধো আধো বুলিতে আম্মু আম্মু বলে ডাকে, কী মিষ্টি করে হাসে খিলখিল করে, ওকে জড়িয়ে ধরায় সে যে কী ভীষণ ভালো লাগা-এগুলো আর কোথায় পাবেন? আর কীসে পাবেন? ওর চাহনির মাঝে মায়ার যে ছাপ, কিংবা আনমনে করে চলা দুষ্টুমি-এসব যে আল্লাহর কী বিশাল অনুগ্রহ! এ যেন পৃথিবীতেই এক টুকরো জান্নাত।

আপনার সন্তান বড় হচ্ছে আল্লাহর অনুগত এক দাস কিবা দাসি হয়ে। হয়ে উঠছে মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ কান্ডারি-এ কি কম সুখের কথা? এমন সন্তান রেখে মারা যাওয়াও যে বহু তৃপ্তির। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মৃত্যুর পর একজন মানুষের সব কাজের বিনিময় বন্ধ হয়ে যায়; তবে তিনটি ছাড়া-এক. চলমান দান। দুই. কল্যাণকর জ্ঞান। তিন. পুণ্যবান সন্তান। [২]

মৃত্যুর পর আপনার সন্তানের প্রতিটি ভালো কাজ, তার প্রতিটি দুআর অসামান্য বিনিময় আপনি পেতে থাকবেন কিয়ামত পর্যন্ত!

পাঠ ৩:- ইসলামে তারবিয়ার গুরুত্ব

ক. নুহ আলাইহিস সালাম

সন্তানের প্রতি বাবার দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন এবং দীর্ঘমেয়াদী। মাতৃগর্ভে সন্তানের সঞ্চরণ শুরু হওয়ার সময় থেকে বড় হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত তার দায়িত্ব

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত: ৮৮

অব্যাহত থাকে। এজন্য ইসলাম দাম্পত্য জীবনের ব্যয়ভার বহন ও দৈহিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিকেই বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেছে। এছাড়াও ইসলাম গর্ভস্থ সন্তানের জন্য বাবাকে যে-সকল দায়িত্ব দিয়েছে সেগুলো হলো-

সন্তানের জন্য পুণ্যবতী মায়ের ব্যবস্থাকরণ

ইসলাম শুধু ভূমিষ্ঠ শিশুর অধিকারের ব্যাপারেই গুরুত্বারোপ করেনি; বরং সন্তান পিতার ঔরসে বা মায়ের গর্ভে নিজস্ব আকৃতি লাভ করার পূর্ব থেকেই তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। তার অধিকারগুলো সংরক্ষণ করেছে। বিবাহ সম্পর্কে পুরুষদের প্রতি এই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, প্রস্তাবিত নারী আল্লাহভীরু হতে হবে। এই গুণ পাওয়া গেলে তবেই কেবল তার মধ্যে অন্যান্য গুণ সন্ধান করতে হবে।
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاغْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

‘নারীকে চারটি গুণের অধিকারিণী দেখে বিবাহ করা হয়। এক. ধন-সম্পদ। দুই. বংশমর্যাদা। তিন. সৌন্দর্য। চার. ধর্মপরায়ণতা। তবে তুমি দ্বীনদার নারীকেই প্রাধান্য দাও। তাকে বিয়ে করে ধন্য হও। অন্যথায় তোমার উভয় হাত ধূলি-ধূসরিত হোক'। (এবং তুমি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হও)।[১]
অর্থাৎ, বিয়ে করার সময় নারীর রূপ বা সম্পদই যেন তার সবকিছু বলে বিবেচিত না হয়; বরং এর যে কোনো একটির সাথে ধর্মপরায়ণতার গণটি যেন অবশ্যই যুক্ত থাকে। নারী যেন ভদ্র পরিবারের সদস্য হয়। কারণ, তার গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি তার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হবে। কাজেই আদর্শ সন্তানের জন্য সতী-সাধ্বী মায়ের ব্যবস্থা করা বাবার অপরিহার্য কর্তব্য।

গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি ও সেবা নিশ্চিতকরণ
সুস্থ-সবল শিশ প্রতিটি পরিবার ও মা-বাবারই কাম্য। এজন্য গর্ভবতী মায়ের প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দেওয়া এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা বাবার জন্য

একান্ত আবশ্যক। গর্ভবতী মায়ের প্রতি বাবার যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্যই গর্ভস্থ

[১] সহীহ বুখারী: ৪৮০২, সহীহ মুসলিম: ১৪৬৬, মিশকাতুল মাসাবীহ : ৩০৮

সন্তানের প্রাপ্য অধিকার। এই দায়িত্ব বাবা নিষ্ঠার সাথে পালন করলে সম্পূর্ণ সুস্থভাবে শিশু জন্মলাভ করার যথার্থ অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি হবে।
সাধারণ অবস্থার চেয়ে গর্ভকালীন সময়ে মায়ের পুষ্টিকর খাদ্যের বেশী প্রয়োজন হয়। মা সুস্থ-সবল না থাকলে সুস্থ সবল সন্তান জন্ম দিতে পারে না। কাজেই যে সমস্ত খাদ্যে বেশী পরিমাণ ভিটামিন রয়েছে বাবা সেসকল খাদ্য সরবরাহ করতে সদা সচেষ্ট থাকবেন। মায়ের দৈহিক পরিশ্রম লাঘবের জন্য গৃহস্থালি কাজে সহায়তা করবেন। সন্তানের জন্য গর্ভধারিণী মায়ের স্বাস্থ্য রক্ষা, মন-মানসিকতা গঠন এবং আত্মিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করবেন। হালাল খাদ্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
এক কথায়, সর্বাঙ্গীণ সুন্দর সন্তান প্রাপ্তির আশায় মাকে পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাবারের যোগান দেওয়া, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা করা, ইসলামী ভাবধারা সম্বলিত বই-পত্র সরবরাহ করা এবং অনাগত সন্তানের সুস্থ ও নিরাপদ আগমনের সার্বিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা একজন আদর্শ পিতার অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ইসলামে সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব

প্রথম আলোচনা: সন্তান ও পরিবারের তারবিয়ায় নবিদের আগ্রহ

১. নুহ আলাইহিস সালাম

ক. নুহ আলাইহিস সালামের পুত্রের কাহিনী প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبُنَى ارْكَبُ مَعَنَا وَ لَا تَكُنْ مَّعَ
الْكُفِرِينَ .قَالَ سَاوِىَ إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ .قَالَ لَا عَاصِمَ
الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ
الْمُغْرَقِينَ.

অর্থ: নুহের যে ছেলে সবার থেকে আলাদা ও ভিন্ন ছিল-তাকে ডেকে সে বলল, আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে (নৌকায়) আরোহণ করো এবং কাফেরদের সঙ্গী হয়ো না। সে (নুহের ছেলে) বলল, আমি এমন পাহাড়ে আশ্রয় নেবো যা আমাকে এই প্লাবন থেকে রক্ষা করবে। সে (নুহ আ.) বলল, আজ আল্লাহর হুকুম থেকে রক্ষা করার কেউ নেই। তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করবেন তার কথা ভিন্ন। এরপর তরঙ্গ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং সে নিমজ্জিতদের দলভুক্ত হয়ে যায়।১

আল্লামা সাদি রহ. ২ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করেন এভাবে-

১. সুরা হুদ, আয়াত: ৪২-৪৩
২. আবদুর রহমান সাদি রাহ. (১৩০৭-১৩৭৬ হি.) আরবের একজন সালাফি (প্রথম জীবনে হাম্বলি মাজহাবের অনুসারী ছিলেন) প্রখ্যাত আলেমে দীন। মুহাম্মাদ সালেহ আল-উসাইমিন রহ.-সহ আরবের অনেক বড়ো বড়ো আলেমের উসতাজ।

নুহ আ. নৌকায় আরোহণের সময় কেনান তাদের থেকে দূরে ছিল। তাকে কাছে এসে নৌকায় আরোহণের জন্য তিনি ডাকলেন। বললেন, বাবা! আমাদের সাথে আরোহন করো। কাফেরদের সঙ্গে থেকো না; তাদের ওপর আপতিত আজাব তোমাকেও গ্রাস করে নেবে। "আমার সঙ্গে নৌকা আরোহীরাই কেবল মুক্তি পাবে" মর্মে বাবার এই ঘোষণাকে মিথ্যা মনে করে ছেলে বলল, এখনই আমি এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যাব। তা হলেই আমি পানিতে ডোবা থেকে বেঁচে যাব। নুহ আ. বললেন, আজকের দিনে আল্লাহ না বাঁচালে পাহাড় কিংবা সর্বোচ্চ কোনো শৃঙ্গও কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। ইত্যবসরে একটি ঢেউ এসে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে ছেলেটা ডুবে যায়।'
খ. নুহ আ. ও তাঁর ছেলে সম্পর্কে আরও বর্ণিত হয়েছে কুরআনে,

وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِمِينَ .قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجِهِلِينَ .قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِّنَ الْخُسِرِينَ.

অর্থ: নুহ তাঁর রবকে ডেকে বললেন, হে রব! আমার ছেলে তো আমারই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং অবশ্যই আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য। আপনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি (আল্লাহ) বললেন, হে নুহ! সে তো তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে তো অসৎ কর্মে (কুফর) কলুষিত। সুতরাং যে বিষয়ে তোমান জ্ঞান নেই; সে ব্যাপারে আমার কাছে অনুরোধ কোরো না। আমি তোমাকে অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। তিনি (নুহ) বললেন, আমার রব! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, ভবিষ্যতে আপনার কাছে তা চাওয়া হতে আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি। সুতরাং আপনি যদি ক্ষমা না করেন এবং আমার প্রতি রহম না করেন; তা হলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাবো।২
১. তাইসিরুল কারিমির রহমান: পৃ. ৩৮২
২. সুরা হুদ: ৪৫-৪৭
উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা এমন :
নুহ আ. আল্লাহর কাছে দুআ করে বলেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনার ওয়াদা তো

নিঃসন্দেহে সত্য। আপনি ওয়াদা দিয়েছিলেন এই বলে, "সেই নৌকায় তুমি সকল প্রাণীর দু-টি করে জোড়া এবং নিজের পরিবারকে তুলে নাও।" আমার ছেলে তো আমার পরিবারেরই একজন! আর আপনি তো কখনো আমার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। (সুতরাং তাকে রক্ষা করুন) আল্লাহ তাআলা নুহ আ.-কে তাঁর পরিবার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সম্ভবত ছেলের প্রতি পিতৃস্নেহের কারণে তিনি ভাবলেন, এই প্রতিশ্রুতিটা তাঁর পরিবারের ইমানদার-কাফের সবার জন্যই প্রযোজ্য। এই ভাবনা থেকেই তিনি উক্ত দুআটি করেছিলেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার ন্যস্ত করেছিলেন শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান স্রষ্টা মহান আল্লাহর হাতেই। নুহ আ.-এর সেই দুআর প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলেন, আপনার পরিবারের যাদের রক্ষার প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি, এই ছেলে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং সে তো দুরাচার। ফলে আপনার দুআ হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলে অবিশ্বাসী এক কাফেরের স্বপক্ষে। আর এটা উচিত নয়। সুতরাং ভবিষ্যতে এমন কোনো বিষয় আমার কাছে চাইবেন না, যে বিষয়ের ভালো-মন্দ এবং শুভ-অশুভ পরিণতি সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণাই নেই। এমন এক উপদেশ আপনাকে দিচ্ছি, যে উপদেশের মাধ্যমে আপনি নির্বোধ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হতে মুক্ত থাকবেন এবং শ্রেষ্ঠ মানুষের দলে গণ্য হবেন।

নুহ আ. নিজের কৃতকর্মের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। বললেন, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে যাতে আপনার কাছে প্রার্থনা না করি, এইজন্যে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা ও দয়া না করেন, তবে আমিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

বোঝা যায়, ক্ষমা এবং রহমত প্রাপ্তির মাধ্যমে বান্দা সম্ভাব্য ক্ষতি এড়াতে পারে। ৪৭ নং আয়াত থেকে এটাও স্পষ্ট, কাফের ছেলের মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা হারাম। শুরুতে এ বিষয়টি নুহ আ. বুঝতে পারেননি। অন্যথায় আল্লাহ আগেই বলে দিয়েছিলেন,

وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ.

অর্থ : যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের ব্যাপারে তুমি আমাকে কোনো সুপারিশ করো না। তারা অবশ্যই নিমজ্জিত হবে।১

খ. ইবরাহিম আলাইহিস সালাম

ক. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّلِمِينَ .

অর্থ: এবং স্মরণ করো যখনই ইবরাহিমকে তাঁর প্রতিপালক কিছু বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেগুলোকে সে পূর্ণ করেছিল। আল্লাহ বলেন, আমি তোমাকে মানবজাতির ইমাম বানাতে চাই। ইবরাহিম বললেন, আমার বংশধর থেকেই কি? আল্লাহ বললেন আমার প্রতিশ্রুতি জালেমদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

খলিলুল্লাহ (আল্লাহর বন্ধু) ইবরাহিম আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদা সর্বাধিক। প্রত্যেক আসমানি কিতাবের ধারকরাই তাঁকে নিজেদের আপনজন বলে দাবি করে। এমনকি এ ব্যাপারে মুশফিকরাও পিছিয়ে নেই।

আল্লাহ তাঁর প্রসঙ্গেই জানাচ্ছেন যে, তিনি তাঁকে বেশ কিছু আদেশ-নিষেধ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। বান্দাকে পরীক্ষা করার চিরাচরিত ঐশী নীতি এটাই। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়, আল্লাহর আনুগত্যের দাবিতে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। কারণ, পরীক্ষায় মিথ্যাবাদীরা কখনো দৃঢ় থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে দৃঢ়তার ফলে সত্যবাদীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, আমল বিশুদ্ধ ও খাঁটি হয় এবং তাঁরা উচ্চস্তরে উন্নীত হন। ইবরাহিম আ. ছিলেন শ্রেষ্ঠ সত্যবাদীদের অন্যতম। তাই আল্লাহর দেওয়া পরীক্ষায় তিনি শতভাগ উত্তীর্ণ হন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর এবং তাঁর আমলের মূল্যায়নও করেন। সেই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.

অর্থ: আমি আপনাকে সব মানুষের ইমাম বানাতে চাই।১

অর্থাৎ আদর্শের ক্ষেত্রে গোটা মানবজাতি আপনার অনুসারী হবে। চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের পথে তারা হাঁটবে আপনারই পেছনে। সকল মানুষের কাছ থেকে আপনি লাভ করবেন সর্বক্ষণিক প্রশংসা এবং মর্যাদা।

আল্লাহর কসম! এটাই সেই শ্রেষ্ঠ স্তর- যা নিয়ে সবাই প্রতিযোগিতা করে। এটাই সেই সর্বোচ্চ অবস্থান- যাতে পৌঁছুতে সবাই সাধনামগ্ন হয়। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাসুলগণ ও তাঁদের সত্যিকারের অনুসারী-যারা আল্লাহ ও তাঁর প্রদর্শিত পথের দিকে আহ্বানকারী-তারা যে অবস্থা অর্জনে সচেষ্ট সেই অবস্থাটাই আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে দান করেছেন।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ওই অবস্থান লাভ করে আনন্দিত হন। সেই সঙ্গে নিজের বংশধরদের জন্যেও তেমন অবস্থানপ্রাপ্তির আবেদন করে বলেন, আমার বংশধরদের মধ্যেও হবে এমন নেতা! এই আবেদন তিনি করেন যেন তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের মর্যাদা উন্নত হয়। তাছাড়া এটাও ছিল তাঁর নেতৃত্ব এবং মানুষের প্রতি তাঁর কল্যাণ কামনার নিদর্শন। তিনি চাইতেন, তাঁদের মধ্যেও অসংখ্য পথ প্রদর্শক হোক। আল্লাহ তাআলাই এমন অগ্রসর চিন্তাধারা এবং সুউচ্চ অবস্থানের মহত্ত্ব জানেন।

১. সুরা বাকারা: ১২৪

যাহোক, আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আবেদনে সাড়া দেন। একই সঙ্গে জানিয়েও দেন। এই অবস্থান লাভের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কেও। বলেন,

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّٰلِمِينَ

অর্থ: আমার (নেতা বানানোর) প্রতিশ্রুতি জালেমদের জন্য

প্রযোজ্য নয়।।১

অর্থাৎ যে নিজের ওপর জুলুম করে, ক্ষতি করে এবং নিজেই নিজের মর্যাদা কমিয়ে দেয়; দীনি অঙ্গনে নেতৃত্বে সে পাবে না। কেননা জুলুম হচ্ছে এই নেতৃত্বের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। দীনি অঙ্গনে নেতৃত্ব পরিচালনার মূল অস্ত্রই হচ্ছে ধৈর্য এবং দৃঢ় বিশ্বাস।

ফলশ্রুতিতে নেতারা থাকেন ইমান, আমল, উত্তম চরিত্র, সুন্দর আচরণ, আল্লাহর ভয় এবং ভালোবাসার উচ্চ পর্যায়ে। সুতরাং জালেম কীভাবে এমন অবস্থান লাভকরতে পারে।

উপযুক্ত আয়াত থেকে এটাও বোঝা যায় যে, যারা জালেম নয়। তারা অবশ্যই নেতৃত্ব পাবে। তবে নেতৃত্বের কার্যকারণগুলো (যোগ্যতা) তাদের মাঝে থাকতে হবে।

খ. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ ابْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمُعِيلُ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا .إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ

অর্থ: স্মরণ করো যখন ইবরাহিম ও ইসমাইল কাবাঘরের প্রাচীর তুলছিল; তখন তারা বলেছিল, আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ-কাজ কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞাতা। আমাদের রব! আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত হিসেবে কবুল করুন। আর আমাদের সন্তানদের মধ্যে আপনার অনুগত উম্মত সৃষ্টি

১. সুরা বাকারা: ১২৪

২. তাইসিরুল কারিমির রহমান: ৬৫

গ. ইসমাইল আলাইহিস সালাম

বর্ণিত হয়েছে,

،وَاذْكُرْ فِي الْكِتَبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا .وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلوةِ وَالزَّكُوةِ .وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

অর্থ: বর্ণনা করুন এই কিতাবে ইসমাইলের কথা; তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং রাসুল, নবি। তিনি নিজ

১. সুরা সাফফাত: ১১২
২. তাইসিরুল কারিমির রহমান: পৃ. ৭০৫

নামাজ ও জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন। আর তিনি ছিলেন স্বীয় পালনকর্তার সন্তোষভাজন।১

আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা:

হে নবি মুহাম্মাদ! আপনি ইসমাইল নামের সেই মর্যাদাসম্পন্ন নবির কথা কুরআনে স্মরণ করুন, যিনি হলেন আরবের শ্রেষ্ঠ বংশ কুরাইশের উৎসপুরুষ। যে কুরাইশ বংশে জন্ম নিয়েছেন গোটা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ।

সেই ইসমাইল আ. ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী। অর্থাৎ তিনি কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে সেটা অবশ্যই পালন করতেন। হোক সেই প্রতিশ্রুতি আল্লাহকে দেওয়া কিংবা কোনো বান্দাকে; তাতে কোনো পার্থক্য হতো না। এজন্যই পিতা কর্তৃক তাঁকে জবাইয়ে ব্যাপারে ধৈর্য ধরার প্রতিশ্রুতি দিলেন আর বললেন, আল্লাহ চাহে তো (হে পিতা) আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন, সেই প্রতিশ্রুতি তিনি পূরণ করেন এবং পিতাকে জবাইয়ের সুযোগ দেন। যেটা ছিল মানবজীবনে সবচাইতে বড়ো বিপদ।

আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ তাআলা রাসুল এবং নবি বলে তাঁকে অভিহিত করেন। রিসালাত এবং নবুওয়ত হচ্ছে বান্দার প্রতি আল্লাহর সবচাইতে বড়ো নিয়ামত। নবুওয়ত ও রিসালাতের অধিকারীরাই হলেন সৃষ্টির সর্বোচ্চ স্তরের।

ইসমাইল আ. নিজ পরিবারকে নামাজ ও জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন। অর্থাৎ, তিনি আল্লাহর নির্দেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজ পরিবারে। তাই তাদের নামাজের আদেশ করতেন। নামাজে রয়েছে মাবুদের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য। পাশাপাশি তিনি জাকাত দিতেও বলতেন। যে জাকাতের মাধ্যমে আবদ বা বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করা হয়। অতএব তিনি নিজেকেও (হুকুম পালনের গুণে) পূর্ণ করেছেন। পরিপূর্ণতা এনেছেন অন্যদের মধ্যেও; বিশেষত নিজের সবচেয়ে কাছের লোক তথা পরিবারের মাঝে। কারণ, পরিবার হচ্ছে অন্যদের তুলনায় দাওয়াত পাওয়ার অধিক যোগ্য। শত কষ্ট সয়েও রবের সন্তুষ্টিকল্পে তাঁর নির্দেশ পালন করায় আল্লাহ তাআলা ইসমাইলকে নির্বাচিত করে বানিয়েছেন নিজের বিশেষ বান্দা। নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন আর তিনিও ছিলেন আপন রবের প্রতি সন্তুষ্ট।

ঘ. ইয়াকুব আলাইহিস সালাম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ الْهَكَ وَإِلَهَ أَبَائِكَ ابْرُهِمَ وَاسْمَعِيلَ

وَاسْحَقَ الهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.

অর্থ: ইয়াকুবের কাছে যখন মৃত্যু এসেছিল, তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? তিনি যখন ছেলেদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার পরে তোমরা কীসের ইবাদত করবে?' তারা বলেছিলো, আপনার ইলাহ (উপাস্য) এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহেরই ইবাদত করব। তিনি একমাত্র ইলাহ। আর আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী।২

আয়াতের ব্যাখ্যা:

ইহুদিদের বিশ্বাস ছিল, তারা ইবরাহিম ও তাঁর পরবর্তী ইয়াকুবের আদর্শের ওপরেই আছে। তাদের এই বিশ্বাসের মূলোৎপাটন ঘটাতে আল্লাহ বলেন, ইয়াকুবের মুমূর্ষু অবস্থায় কী তোমরা উপস্থিত ছিলে? সে সময় তিনি নিজের ছেলেদের যাচাই করতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমার মৃত্যুর পর কীসের ইবাদত করবে তোমরা?" এই জিজ্ঞাসার পেছনে আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল এই, তাঁর দেওয়া নির্দেশ ছেলেরা মেনে চলছে দেখে যেন তাঁর চক্ষুটা শীতল হয়ে যায়। সেই প্রশ্নের জবাবে ছেলেরা চক্ষুশীতল করা উত্তরই দিয়েছিল। বলেছিলো, আমরা আপনার ইলাহ এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহেরই ইবাদত করব। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করব না। কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করব না। আমরা তাঁর সামনেই আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পণের স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ হচ্ছে ইমান এবং নেক আমলের ওপর অবিচল থাকা।

১. মুমূর্ষু অবস্থায়ও পিতা ইসহাক আ. তাঁর সন্তানদের তারবিয়া নিয়ে কতটা চিন্তিত ও আগ্রহী ছিলেন এই আয়াত থেকে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি। সম্পাদক

২. সুরা বাকারা: ১৩৩

৩. এই আয়াত থেকে বোঝা যায় পর্বপুরুষ যদি সত্যের ওপর থাকে তা হলে সন্তানের ওপর পূর্বপুরুষের ধর্ম পালন করতে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হলো পূর্বপুরুষ অসত্যের ওপর

থাকলেও কেবল পূর্বপুরুষের জন্য তাদের পালিত ধর্ম মেনে নেওয়া। সত্যকে গ্রহণ না করা। সম্পাদক

ঙ. জাকারিয়া আলাইহিস সালাম

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ

ক. কুরআনে এসেছে,

سَمِيعُ الدُّعَاءِ

অর্থ: সেখানেই জাকারিয়া তার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার পক্ষ থেকে পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

ব্যাখ্যা:

জাকারিয়া আলাইহিস সালাম আপন প্রভুর কাছে পরিচ্ছন্ন আখলাক এবং উত্তম শিষ্টাচার সম্পন্ন সন্তান প্রার্থনা করেন। যেন তাদের মাধ্যমে পূর্ণতা পায় ইহকালীন ও পরকালীন নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা তাঁর সেই প্রার্থনা কবুল করেন।

খ. অন্যত্র এসেছে,

وزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ .فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيِي وَ أَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا

.يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خُشِعِينَ

অর্থ: আর স্মরণ করুন জাকারিয়ার কথা, যখন সে তার প্রতিপালকের কাছে দুআ করে বলেছিল, আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রাখবেন না। আর আপনিই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।"

১. তাইসিরুল কারিমির রহমান: পৃ.৬৬

২. সুরা আলে ইমরান: ৩৮

৩. তাইসিরুল কারিমির রহমান: পৃ.১২৯

৪. কারো মৃত্যুর পর যে জীবিত অবস্থায় বাকি থাকে তাকেই উত্তরাধিকারী বলে। সবকিছু ধ্বংসের পর, সবকিছুর মৃত্যুর পর আল্লাহই বাকি থাকবেন। তাই তিনিই সবকিছুর প্রকৃত মালিক ও শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচ

পাঠ ৪:- নববি আদর্শ

ক. আল্লাহ তাআলা নবিজিকে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى.

অর্থ: আপনি আপনার পরিবারের লোকদের নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আপনার কাছে আমি কোনো রিজিক চাই না। আমিই আপনাকে জীবনোপকরণ দেই। আর শুভপরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্যে।২

আয়াতের ব্যাখ্যা:

হে নবি! আপনি নিজ পরিবারকে ফরজ ও নফল নামাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করুন। কোনো নির্দেশ দেওয়া হলে সেই নির্দেশ সম্পাদনে অপরিহার্য সব কাজেরই নির্দেশ দেওয়া হয়। সুতরাং পরিবারস্থ সবাইকে নামাজের আদেশ প্রদানের অর্থই তাদের নামাজের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা এবং পরিপূর্ণতার শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া।

আল্লাহ বলেন, আপনি এই নামাজের ওপর অটল থাকুন। অর্থাৎ নামাজের সমস্ত নিয়মকানুন, রুকন এবং একাগ্রতার সাথে অটল থাকুন এর ওপর। নফসের জন্য এটা খুবই কষ্টকর। তবুও নামাজের ওপর কষ্ট মুজাহাদা করে ধৈর্য ধরে সর্বদা অটল থাকতে হবে। কারণ, বান্দা যদি নির্দেশিত পন্থায় নামাজ কায়েম করে তা হলে সে দীনের অন্যান্য বিষয়ে অধিক যত্নবান হবে। নামাজে কারও অবহেলা থাকলে অন্যান্য বিধান পালনেও আরও বেশি উদাসীনতা থাকবে।

এরপর রাসুলের রিজিকের জিম্মাদারি নিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। যেন রিজিকের পেরেশানি দীন কায়েমের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। আল্লাহ বলেন, আমিই আপনাকে রিজিক দেবো। যখন সব সৃষ্টিজীবের রিজিকের দায়িত্ব আমার, তখন আমার জিকিরকারী এবং দীনের পথে দায়িত্ব পালনকারীর রিজিকের দায়িত্ব আমার।

আল্লাহর রিজিক তো মুত্তাকি-গুনাহগার সকলের জন্যই উন্মুক্ত। তাই রিজিকের পেছনে না ছুটে এমন কাজের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত; যা চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের পথে নিয়ে যাবে। সেটাই হচ্ছে তাকওয়া। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, ইহকাল ও পরকালে শুভ পরিণাম একমাত্র তাকওয়া অবলম্বীদের জন্য। আর তাকওয়া মানে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করা।১

খ. আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ

يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। আল্লাহ তাদের যা আদেশ করেন তারা কখনও সেই আদেশ অমান্য করে না। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।

ব্যাখ্যা:
হে সেই সব লোক, যাদের আল্লাহ ইমানের সম্পদ দান করেছেন, ইমানের দাবি এবং শর্ত পূরণে তোমরা মনোযোগী হও। তোমরা নিজেদের এবং পরিবারবর্গকে রক্ষা করো ভয়াবহ জাহান্নাম থেকে।

নিজের রক্ষা হবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে শক্তভাবে পালন এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তিযোগ্য কর্ম থেকে তাওবার মাধ্যমে। পরিবার ও সন্তানদের জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে হলে দীনি শিক্ষাদীক্ষা দিতে হবে এবং আল্লাহর আদেশ পালনে বাধ্য করতে হবে। সুতরাং বান্দার মুক্তির পথ হচ্ছে, নিজের মধ্যে এবং স্ত্রী-সন্তানাদিসহ অন্যান্য অধীন লোকদের মধ্যেও শরয়ি বিধিবিধান প্রয়োগ করা।

আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করেছেন উপর্যুক্ত আয়াতে। যেন বান্দা তাঁর নির্দেশ পালনে অবহেলা না করে। তিনি বলেছেন, জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। অপর এক আয়াতে এসেছে,

.إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ انْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ

অর্থ: নিঃসন্দেহে তোমরা। তোমরা এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমাদের পূজনীয় সবকিছুই জাহান্নামের লাকড়ি হবে। তোমরা নিপতিত হবে তাতে।'

জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনায় আল্লাহ আরও বলেন, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। অর্থাৎ সেই ফেরেশতাগণের স্বভাব-চরিত্র হবে খুবই রূঢ়। তাঁদের ধমক হবে খুবই ভয়াবহ। তাঁদের কর্কশ স্বর এবং চেহারা দেখেই ভীত হয়ে পড়বে মানুষ। জাহান্নামিদের তাঁরা অপদস্থ করবেন সর্বশক্তি দিয়ে। তাঁদের ক্ষেত্রে আল্লাহর যে অনিবার্য আজাব ও কঠিন শাস্তি রয়েছে তা প্রয়োগ করবেন।

আল্লাহ বলেন, ফেরেশতারা তা অমান্য করে না, আল্লাহ তাদের যা আদেশ করেন। তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে। এটা মূলত ফেরেশতাদের জন্য একটি প্রশংসাবাণী। আল্লাহর সকল নির্দেশ তাঁরা মাথা পেতে নেন। এজন্যই তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে।

৩. নবিজি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, সাত বছর বয়সেই সন্তানদের তোমরা নামাজের আদেশ দেবে। দশ বছর বয়সে এর জন্যে (প্রয়োজনে মৃদু) প্রহার করবে। আর সেই সময়ে ছেলেমেয়েদের বিছানা আলাদা করে দেবে।

১. তাইসিরুল কারিমির রহমান: পৃ,৫১৭

১. তাইসিরুল কারিমির রহমান: পৃ.১২৯

২. সুরা ত্বা-হা: ১৩২

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪২

[২] সহীহ মুসলিম: ১৬৩১

পাঠ ৫:- সন্তানদের নববি আদর্শে উজ্জীবিত করা

ইবাদত, লেনদেন, স্বভাব-চরিত্র, ইবাদতের নিয়ম-কানুন এবং দুনিয়াবী সব বৈধ কাজের ক্ষেত্রে পিতার দায়িত্ব নববি আদর্শে সন্তানদের উজ্জীবিত করা।

সেই ধারাবাহিকতায় তাদের কুরআনে কারিম তিলাওয়াতের আদব শিক্ষা দেওয়া। আর তা হলো, শুরুতে 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম' পড়া। তেলাওয়াতটা পবিত্রাবস্থায় হওয়া।

সন্তানদের মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দুআসমূহ শিখানো। নিম্নের হাদিসসমূহে কিছু দুআর উল্লেখ রয়েছে:

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত নবিজি মসজিদে প্রবেশের সময় এই দুআ পড়তেন,

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

অর্থ, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অতীব মর্যাদা ও চিরন্তন পরাক্রমশালীর অধিকারী মহান আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে।

এই দুআ কেউ পাঠ করলে শয়তান বলে, এ লোকটি সারা দিনের জন্য আমার (অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণা) থেকে বেঁচে গেল।১

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, মসজিদে প্রবেশের সময় ও বের হওয়ার সময় নবিজি এই দুআ পড়তেন,

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ.

অর্থ, আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! আপনি দুরুদ বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

আবু হুমাইদ বা আবু উসাইদ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেছেন, মসজিদে প্রবেশের সময় তোমরা এই দুআ পড়বে,

اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি তোমার অনুগ্রহের দরজা খুলে দাও আমাদের জন্য।

আর বের হওয়ার সময় পড়বে এই দুআ,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থাৎ- আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ প্রার্থী।১

ডান পায়ে প্রবেশ করা এবং বাম পায়ে বের হওয়াও মসজিদের আদব।

ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়ার দুআগুলো বাচ্চাদের শেখাবে। এছাড়াও তাদের ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি চাওয়ার নিয়ম-কানুনসহ অন্যান্য ইসলামিক শিষ্টাচারসমূহ বলে দেবে।

ঘরে প্রবেশের সময় এই দুআ পড়তে হয়:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ، وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আগমন ও গমনের কল্যাণ চাই। আপনার নামেই প্রবেশ করি। আপনার নামেই বের হই এবং আমাদের রব আল্লাহর ওপর ভরসা করি।২

এরপর প্রবেশকারী ঘরে থাকা লোকদের সালাম দেবে।

ঘর থেকে বেরোনোর সময় এই দুআ পড়বে:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَى.

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমি আশ্রয় চাইছি, পথভ্রষ্ট হওয়া বা করা, গুনাহ করা বা গুনাহের দিকে ধাবিত করা, নির্যাতন করা কিংবা নির্যাতিত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা অথবা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া থেকে।১

ঘুমানো এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দুআগুলো সন্তানদের শিক্ষা দিতে হবে। নিম্নোক্ত হাদিসে ঘুমানোর দুআ রয়েছে:

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমের আগে এই দুআ পড়তেন:

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا.

অর্থ হে আল্লাহ! আপনারই নামে মরি। আবার বাঁচিও আপনার নামেই।

আর ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পড়তেন এই দুআ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

অর্থ, সব প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি মৃত্যুদানের পর (অর্থাৎ ঘুমের পর। আর ঘুম মৃত্যুর মতোই) আমাদের পুনর্জীবিত করলেন। আর তার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।২

এটা ছাড়াও ঘুমানো এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার আরও দুআ আছে হাদিসে।

আজান শুনে জবাব দেওয়া এবং শেষে দুআ পড়া, এগুলো সন্তানদের শেখাতে হবে। সেই সঙ্গে এটা বলে দেওয়া, আজান শেষে দুরুদ শরীফ পড়ে এরপর আজানের দুআ পড়তে হয়। দুআ হচ্ছে:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ أُتِ مُحَمَّدٍ الوَسِيْلِةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا تَحْمُوْدًا وَ الَّذِي وَعَدْتَهُ.

অর্থ, হে আল্লাহ! এই শ্বাশ্বত আহবান ও প্রতিষ্ঠিত নামাজের তুমিই প্রভু! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করুন 'অসিলা' (জান্নাতের বিশেষ এক এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা। আর তাঁকে পৌঁছে দিন সে মাকামে মাহমুদে, যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন।

এই দোয়া কেউ পাঠ করলে কিয়ামতের দিন তার জন্য নবিজির শাফাআত অবধারিত হয়ে যাবে। **১২**

সন্তানদের দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদ-আপদে দুআ পড়তে এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে শেখাবে। তা হলে সে ভালো-মন্দ সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা করা শিখবে।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বিপদাপদে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করতেন:

لا إِلهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الحَلِيمُ ، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلهَ إِلَّا الله رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

অর্থা, মহামহিম সহনশীল আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। সুবিশাল আরশের মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। ভূমন্ডল, নভোমন্ডল এবং মর্যাদাবান আরশের প্রভু আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।

সন্তানকে শেখাবে শত্রু দেখলে নিম্নোক্ত হাদিসে উল্লেখিত দুআটি পড়তে হয়।

আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি কোনো সম্প্রদায়ের থেকে ক্ষতির আশঙ্কা করলে এই দুআ পড়তেন:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা তাদের মোকাবিলায় আপনাকে যথেষ্ট ভাবছি। তাদের অনিষ্ট হতে আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি।

সন্তানকে বাহনে আরোহণের দুআ শিখাবে। সেটি বিবৃত হয়েছে নিম্নোক্ত হাদিসে :

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সফরে বের হয়ে উটের ওপর স্থির হয়ে বসার পর তিনবার বলতেন আল্লাহু আকবার। এরপর এই দুআ পড়তেন :

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তোমরা যখন মুয়াজ্জিনকে আজান দিতে শুনবে তখন সে যা বলবে তোমরা তা-ই বলো। অতঃপর আমার ওপর দরুদ পড়ো। যে আমার ওপর একবার দরুদ পড়বে আল্লাহ তাআলা তার ওপর দশটি রহমত নাজিল করবেন। আর তোমরা আমার জন্য "অসিলা" প্রার্থনা করো। কেননা, সেটা জান্নাতে একটি মর্যাদার স্থান। আল্লাহ তাআলার বিশেষ একজন চিতই হবো। যে আমার জন্য অসিলা লাভের।

পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি এই বাহনকে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। যদিও আমরা বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে।১

সন্তানকে বৈঠক শেষের দুআ শিখাবে। সেই দুআটি নিম্নের হাদিসে উল্লেখ রয়েছে:

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেছেন, কোনো ব্যক্তি বৈঠকে বসে অনর্থক অনেক কথা বলে বৈঠক শেষে নিম্নোক্ত দুআটি যদি পড়ে:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা আপনার তরে। আমি সাক্ষ্য দেই, আপনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি।

এই দুআ পড়লে উক্ত মজলিসে হওয়া তার পাপগুলো মোচন হয়ে যাবে।২

সন্তানদের উল্লেখিত নববি দুআগুলো পিতা একসাথে শেখাতে যাবে না। তা হলে তারা বিরক্ত হয়ে যাবে; বরং সুযোগ বুঝে দুআগুলো কয়েক মজলিসে শিখাবে। এভাবে শিখাতে থাকলে সময়ের আবর্তনে, দিনরাতের পরিক্রমায় এই উত্তম আমল এবং দুআগুলো পড়া সন্তানেদের স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হবে। ফলে তারা হবে অধিক যিকিরকারীদের দলভুক্ত। কারণ সে রাসুলের পঠিত দুআগুলোর সাথে সম্পৃক্ত। (নিয়মিত সেগুলো পড়ছে।)

মসজিদে এবং ঘরে প্রবেশ করা ও বের হওয়া, ঘুমানো ও ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া, বাহনে আরোহন করা, বাথরুমে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় রাসুল যা করতেন সেই সন্তান তাই করছে। যে সন্তান সুন্নত ও দুআর আমল করছে নিয়মিত সে তো ফরজ ও ওয়াজিবের প্রতি যত্নবান অবশ্যই হবে। ফলে সে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণপ্রাপ্ত হবে এবং একজন ভালো মানুষ রূপে গড়ে উঠবে। যার মাধ্যমে তার পিতা-মাতাসহ গোটা মুসলিম সমাজ উপকৃত হতে পারবে। ইনশা আল্লাহ।

১. সহিহ বুখারি: ৬১৪
১. সহিহ মুসলিম: ৩১৬৬

২. মিশকাত: ২৪৩৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক: ১১/২৪ ১৯৭৯৬; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৬/৪১, ২৯৩২৫; আল মুজামুল আওসাত্ব: ২/৫৪, ১২২৮;

১. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯৪; আল মুজামুল আওসাত্ব:৩/৩৪, ২৩৮৩,

১. সহিহ মুসলিম: ১৫৩৭

২. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯৬,

১. সুনানে আবু দাউদ: ৪৬৬; সহিহুল জামে: ৪৭১৫

২. আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইল: ৮৮; আল কালিমুত ত্বায়্যিব : ৬৪

পাঠ ৬:- প্যারেন্টিং এর মাধ্যমে জ্ঞান ও শিক্ষা

ক. উন্নত চরিত্রে অভ্যস্ত করা

সভ্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, বড়োদের সম্মান করা এবং উত্তম আচরণে অভ্যস্ত করে তোলা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এসব করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

বাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, যে লোক বড়োদের শ্রদ্ধা করে না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আলেমদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় না; সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।১

আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, নিজ সন্তানদের সাথে উত্তম আচরণ করবে এবং উত্তমরূপে তাদের সদাচার শিক্ষা দেবে।২

আমর ইবনে সাঈদ ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেছেন, পিতা কর্তৃক নিজ সন্তানকে দেওয়া উত্তম শিষ্টাচারের চেয়ে ভালো কোনো উপহার নেই।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, বাবা তার সন্তানের জন্য উত্তম শিক্ষার চেয়ে ভালো কিছু রেখে যান না। সন্তান পিতা-মাতার কাছে আমানত এবং সে একটি মূল্যবান সম্পদ। তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া পিতা-মাতার জন্য অবশ্যক। সেই সঙ্গে তাকে ভালো গুণাবলি এবং উত্তম শিষ্টাচারে অভ্যস্ত করে তোলা জরুরি। শিশুর অন্তর থাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ভালো-মন্দ যেটাই দেওয়া হয় সেটাই গ্রহণ করে নেয়।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, প্রত্যেক জন্মগ্রহণ করে ফিতরাতের (স্বভাবধর্ম ইসলামের) ওপর। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি বা নাসারা কিংবা অগ্নিপূজক বানায়।১

আল্লাহর তাওফিকে পিতা-মাতা চাইলে বিভিন্ন মাধ্যমে সন্তানদের উত্তমভাবে গড়ে তুলতে পারে। উত্তম শিক্ষা দেওয়ার কিছু পদ্ধতি এই:

সন্তানের সামনে উত্তম এক আদর্শ উপস্থাপন করা। তাকে ভালো ভালো গুণাবলির কথা বলা। উৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয় স্বভাব-চরিত্রগুলো তার অন্তরে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করা। আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক শক্তিশালী করা। এর জন্য কুরআন হেফজ করানো। বাবা-মা ইবাদতে নিমগ্ন থাকা। আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সন্তানকে ইবাদত শিখিয়ে তাতে অভ্যস্ত করে তোলা। কারণ, শারীরিক গঠন ও চারিত্রিক শিক্ষার দিক থেকে শিশুর প্রাথমিক স্তরটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রাথমিক স্তরেই সর্বোৎকৃষ্ট অভ্যাস ও চরিত্রে গড়ে তুলতে হবে। পিতা-মাতাকে তাই শিশুর স্বাস্থ্যসম্মত খাবার-দাবারে এবং তাকে কথাবার্তা ও প্রশ্নকরণের আদব শিক্ষাদানে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। তা হলে সে কথাবার্তায় বেশ বিচক্ষণ এবং প্রশ্নকরণে বেশ মার্জিত হয়ে উঠবে। ফলে সে নম্রতা এবং আদবের সাথেই নিজ উদ্দেশ্য হাসিলে সক্ষম হবে।

শিশুদের তাড়াতাড়ি ঘুমানো এবং সকাল সকাল জাগার অভ্যাস করানো উচিত। ঠিক তেমনি শরিয়া সমর্থিত বিভিন্ন শারীরিক অনুশীলনের অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। এতে তাদের শরীরে শক্তি হবে। তারা উদ্যম এবং পরিশ্রমের ওপর অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। কোনো ধরনের অলসতা কিংবা স্থবিরতা তাদের ওপর জেঁকে বসবে না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার উৎকৃষ্টতার প্রতি মনোযোগ বাড়াতে হবে। ছয় বছর বয়সে মার্জিত আদব শিক্ষা দিয়ে তাদের আদর্শ মাদ্রাসায় পাঠাতে হবে। সে সময় থেকেই তাদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, চারিত্রিক এবং সামাজিকভাবে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য গড়ে তুলতে হবে।

সাত বছর বয়সে সন্তানকে নামাজের নির্দেশ দিতে হবে। তাকে পবিত্রতা এবং অজু সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। সন্তানকে সাত বছর বয়স থেকেই মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামাজ পড়ার ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে হবে। যেন এটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

পূর্ণ ১০ বছর বয়সে উপনীত হলে নামাজ বর্জন কিংবা অবহেলার কারণে তাকে (শরিয়া পদ্ধতি মেনে) প্রহার করা যাবে। সেই বয়সেই ভাই-বোনের বিছানা পৃথক করে দিতে হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, সাত বছর হলে সন্তানদের নামাজের আদেশ দেবে। আর দশ বছর বয়সে নামাজ ছাড়লে (মুদ্র) প্রহার করবে। আর এই সময়ে ছেলে-মেয়েদের বিছানা পৃথক করে দেবে।১

শিক্ষকও অনেক উত্তম গুণাবলি শিক্ষা দিতে পারেন। যেমন: কথায় সত্যবাদিতা, কাজকর্মে বিশ্বস্ততা, বিচারে ন্যায়পরাণতা, স্পষ্টবাদিতা, সাহসিকতা এবং নিষ্ঠা।

পিতার উচিত সন্তানের জন্য একজন যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া। কেননা তিনিই মূলত এই সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন।

শিক্ষককে নির্দেশনা দিতে গিয়ে এক পণ্ডিত বলেছেন, আমার সন্তানকে সংশোধন করার দ্বারা আপনার নিজেরও যেন সংশোধন হয়ে যায়। কেননা আপনার দিকে সন্তানদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। আপনি যেটাকে ভালো বলবেন সেটাই তাদের কাছে ভালো হিসেবে গণ্য হবে। আর যেটাকে আপনি মন্দ বলবেন সেটাই হবে ওদের দৃষ্টিতে মন্দ।২

শিশুরা কথাবার্তা এবং কাজকর্মে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় শিক্ষক ও সহপাঠীদের মতোই হয়। তারা যেটাকে আপন মনে করে শিশুরাও সেটাকেই আপন মনে করে।

মনোবিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত, আশেপাশের সমাজ দ্বারা শিশুরা বেশ প্রভাবিত হয়। হোক সেটা মন্দ কিংবা ভালো। সে বন্ধুবান্ধব এবং সাথে থাকা লোকদের মতোই হয়। এজন্যেই শিশুর অনুসরণীয় ব্যক্তি একজন আদর্শ পুরুষ এবং উত্তম নমুনার অধিকারী হতে হয়। কেননা চারিত্রিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে তার থেকে শিশু অনেক সাদৃশ্য গ্রহণ করবে। প্রাথমিক স্তরে শিশুর এই অনুসরণটাই পরবর্তীতে তার অভ্যাস তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একটা কাজ বারবার করতে দেখলে সেটাই শিশুর অভ্যাস হয়ে যায়। শিশুরা পিতা-মাতা ও বড়ো ভাইদের থেকেও সাদৃশ্য গ্রহণ করে। তবে বড়োদের তুলনায় সে সঙ্গী শিশুদের সাদৃশ্যই বেশি গ্রহণ করে।

পিতার উচিত, সন্তানকে পানাহারের আদব শিক্ষা দেওয়া। আর সেগুলো হচ্ছে এই:

১. খাবারের আগে পরে হাত ধোয়া।

২. পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া।

৩. ডান হাতে খাওয়া।

৪. পানাহার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা।

৫. নিজের সামনে থেকে খাওয়া।

৬. (মজলিসে থাকলে) আশেপাশের আহারকারীদের দিকে না তাকানো।

৭. লোকমাগুলো ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া।

৮. মজলিসে নিজের চেয়ে বয়স্কের আগে বেড়ে খাবার শুরু না করা।

৯. স্থির হয়ে পান করা।

১০. পানপাত্রের মধ্যে শ্বাস না ফেলা।

উপরিউক্ত আদবগুলো কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায় এই হাদিসে:

ওমর ইবনে আবি সালামা রা. থেকে বর্ণিত, শিশুকালে আমি একবার রাসুলের খেদমতে ছিলাম। তখন খাবারের সময় আমার হাত পাত্রের এখানে সেখানে ছুটাছুটি করছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন, বাবু! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে আহার করবে। সবসময় নিজের সামনে থেকে খাবে। (যদি খাবারটা হয় একই ধরনের।)১

খ. আত্নসমম্মানবোধ শিক্ষা

পিতা-মাতার রুমে কখন অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করার নিয়ম সেটা অপ্রাপ্ত বয়স্ত শিশুদেরকে মা-বাবার শিখিয়ে দেওয়া উচিত। প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের জন্য সর্বদাই প্রবেশ করার আগে অনুমতি প্রার্থনা ওয়াজিব।

যেই তিন সময়ে পিতা-মাতার ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি নিতে হবে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের, সেগুলো হচ্ছে এই:

১. ফজরের নামাজের পূর্বে।

২. দুপুর বেলায় কাপড়চোপড় খুলে রাখার সময় (বিশ্রামের সময়)।

৩. ইশার নামাজের পর।

এই তিন সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করতে পারবে। তেমনি লোকেরাও পারবে। তবে বাচ্চারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে যেকোনো সময় প্রবেশের আগেই অনুমতি নিতে হবে। ইরশাদ হয়েছে,

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرْتٍ مِنْ قَبْلِ صَلوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلوةِ الْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طُوفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণ এবং অপ্রাপ্তবয়স্করা যেন তিনটি সময়ে (তোমাদের কাছে আসার জন্য।) অনুমতি গ্রহণ করে, (সেই তিনটে সময় হচ্ছে) ফজরের নামাজের আগে, দুপুর বেলা যখন তোমরা পোশাক খুলে রাখ এবং ইশার নামাজের পর। এই তিনটি হচ্ছে, তোমাদের পোশাক খোলার সময়। এ ছাড়া অন্যান্য সময়ে (বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করায়) তোমাদের ও তাদের কোনো পাপ হবে না। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সার্বক্ষণিক যাতায়াত থাকেই। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের কাছে আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।১

পরিউক্ত ইসলামি শিষ্টাচারগুলো কেউ মেনে চললে তার ইহকালীন ও পরকালীন জীভাগ্য অর্জন হবে। সুতরাং এগুলোর ক্ষেত্রে অলসতা এবং অবহেলা করা অনুচিত। সলামি শিষ্টাচারগুলো বর্জন করা মানে তা অবহেলা করা। এতে পথভ্রষ্ট হয়ে ওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

গ. শাসনের কিছু টেকনিক

প্যারেন্টিং টিপস

সন্তানকে শাসন করতে গিয়ে রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু রাগ প্রকাশের পদ্ধতি যেন তাদের মানসিক ক্ষতি না করে। রাগ করার সময় ভালো পদ্ধতিতে শাসন করা সবচেয়ে কার্যকর।

কী করবেন না:

- মারধর করবেন না
- চিৎকার করবেন না
- গালমন্দ করবেন না

কী করবেন:

- আপনার রাগ প্রকাশ করুন: সরাসরি বলুন, "আম্মু/আব্বু এখন রাগ করেছে।"
- কারণ ব্যাখ্যা করুন: বলুন, "আম্মু/আব্বু রাগ করেছে কারণ তুমি [অন্যায় কাজটি] করেছ।"

আরেকটু বুঝিয়ে বলি...

ধরুন আপনার সন্তান একটা ভুল কাজ করল: যেমন, সন্তান খেলনা ছুড়ে ফেলল।

আপনার প্রতিক্রিয়া:

ভুল: "তুমি তো সবসময় বাজে কাজ করো! বেয়াদব মেয়ে/ছেলে! কোনোদিন মানুষ হবে না!"

সঠিক: "মা রাগ করেছে কারণ তুমি খেলনা ছুড়ে ফেলেছ। খেলনা ছোড়া ঠিক কাজ নয়। তুমি এভাবে করলে খেলনা ভেঙে যাবে এবং আর খেলতে পারবে না।"

কেন এটি কার্যকর?

1. সন্তান কারণ বোঝে: তারা জানে ঠিক কী কারণে আপনি রেগেছেন।
2. সমাধানের দিকনির্দেশনা দেয়: কীভাবে তারা ভুল সংশোধন করতে পারে, তা শিখে।
3. মানসিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে: চিৎকার বা মারধর করলে সন্তান ভয় পায়, কিন্তু কারণ বললে তারা শিক্ষা নেয়।

আমরা সবাই শিখতে শিখতে এগিয়ে যাব। মা-বাবা হিসেবে ধৈর্য ধরুন, দু'আ করুন এবং শান্তভাবে সন্তানের সঙ্গে কথা বলুন।

১. মুসনাদে আহমাদ: ২/১৮৭; সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৫;
১. সহিহ বুখারি: ১৩৮৫; সহিহ মুসলিম ২৬৫৮
১. সুসনাদে আহমাদ : ৫/৩২৩;
১। সুরা নূর: ৫৮

পাঠ ৭:- আধুনিকতার ছোয়া নামক ফিতনা থেকে হেফাযত

ক. ঘরের পরিবেশ

আমাদের অনেক বাবা-মা বাচ্চাকাচ্চাকে ইসলামি একটা স্কুলে বা মাদরাসায় দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। ভাবেন স্কুল-মাদরাসা বুঝি বাচ্চাকে ইসলামি বানাবে। ভুল।

বাচ্চারা ইসলাম শেখে আসলে বাসা থেকে। ঘরের পরিবেশ থেকে। স্কুল-মাদরাসা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং, ঘরে যদি ইসলামি পরিবেশ না থাকে, ঘরে যদি কুরআন-সুন্নাহর চর্চা না থাকে তাহলে অঙ্কুরেই ঈমান সঞ্চারের বীজটি মারা যাবে।

বাড়িতে ইসলামি পরিবেশ বজায় রাখার জন্য কিছু টিপস দিচ্ছি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ঘরে আল্লাহর স্মরণ হয় আর যে ঘরে হয় না-তাদের মধ্যকার তুলনা যেন জীবিত আর মৃতের মতো। [১]

একটি মুসলিম পরিবারের ঘরবাড়ি সারাদিন গমগম করবে কুরআন পাঠে। মুখরিত থাকবে সালাতে আর আল্লাহর যিকিরে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে এখানে চলবে ইসলামি আলাপ আর ইসলামি বই পাঠ। তাহলেই তো সেই বাড়ির ওপর ডানা মেলবেন ফেরেশতারা। আল্লাহর রাশি রাশি বারাকাহ ঝরবে সেখানে।

বাসাবাড়ি থেকে জিনভূত তাড়াতে অনেকে কোণে কোণে তাবিজ গাড়েন। আরও কতো কী বিদআত। কিন্তু সুন্নাহ হচ্ছে সুরা বাকারা পাঠ। নিয়মিত যে-বাসায় সুরা বাকারা পাঠ করা হয় সে-বাড়ি থেকে শয়তান শত হাত দূরে থাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের বাসাবাড়িগুলো কবরস্থান বানাবে না। যে-বাসায় সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে যায়। [১]

সুরা বাকারা নিয়মিত পড়তে না পারলে প্রতিদিন অন্তত সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করা উচিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'টানা তিন রাত যে-বাসায় এই দুই আয়াত পাঠ করা হয়, শয়তান তার কাছে ঘেঁষে না। [২]

খ. সালাতময় বাড়ি

একটি সালাতময় বাড়িতে সালাত তো আদায় হয়ই, তা আদায় হয় সময়মতো। সালাত নিয়ে কোনো আলসেমি চোখে পড়ে না সেখানে। ছেলেবুড়ো সবাই আজান শুনলেই সালাতের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঘরের মেয়েরা অজু করে জায়নামাজ টেনে সালাতে দাঁড়ান। আর ঘরের ছেলেরা বেরিয়ে যান মসজিদে।

বাড়িতে সালাত আদায়ের একটা আলাদা জায়গা করা গেলে খুব ভালো হয়। তখন সেখানে সালাত পড়লে একটা অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হবে। পুরুষেরা মসজিদে ফরজ সালাত শেষে এখানে আসবেন সুন্নাহ ও নফল সালাত পড়তে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

লোকের সাথে সুন্নাহ সালাত আদায়ের চেয়ে বাড়িতে সুন্নাহ সালাত আদায় ভালো। ঠিক যেমন, ঘরে ফরজ সালাত আদায়ের চেয়ে জামাতে আদায় উত্তম।

মুসলিম পরিবারের সবাই সবাইকে সালাতে উৎসাহ দেবেন। কেউ ভুলে গেলে অন্যকে মনে করিয়ে দেবেন। আইশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, 'আল্লাহর রাসূল তো রাতে সালাত পড়তেন। এরপর যখন বিত্র পড়তেন, তখন বলতেন, 'আইশা ওঠো, বিত্র পড়ো।'[১৯]

স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে সালাতের জন্য ঘুম থেকে ওঠানো অন্যতম ভালো কাজ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

যে-লোক রাতে উঠে সালাত পড়ে, এরপর নিজের স্ত্রীকে উঠিয়ে দেয় সালাত পড়তে, না উঠলে তার চোখেমুখে পানির ছিটা দেয়, আল্লাহ যেন তার ওপর রহম করেন। ২

বাচ্চাদের সালাত আদায়ের বয়স হলে ওদেরও এভাবে উঠিয়ে দেবেন সালাতের জন্য।

[১] সহীহ মুসলিম: ৭৮০
[২] মুসনাদে আহমাদ: ১৮৪১৪; জামি তিরমিযী: ২৮৮২
[৩] সহীহ জামি, ৪২১৭
[১] সহীহ মুসলিম: ৭৭৯

গ. টিভি, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন

টিভি বাচ্চাদের জন্য তো বটেই, বড়দের জন্যও ক্ষতির কারণ। এ-বিষয়ে বিস্তারিত জলব অধ্যায়ের শেষের দিকে। ইন্টারনেট আর স্মার্টফোনের কারণে টিভি এখন থাকে হাতের মুঠোয়। সাধারণত এগুলোকে ছুরির সাথে তুলনা করে বলা হয় ব্যবহারের ভিত্তিতে এগুলোর ভালো-মন্দ। কিন্তু আদতে স্পষ্ট দেখা যায় যেসব শিশু এগুলোতে আসক্ত তাদের উপকারের চেয়ে অপকার হয় বেশি। নিতান্তই যদি রাখতে হয়, এগুলোর ওপর বাবা-মায়ের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ জরুরি। নইলে ঈমানের শিক্ষা যতোই দেন, এক ঝলকে সেগুলো হারিয়ে যাবে টিভি-ইন্টারনেট আর স্মার্টফোনের নীল গ্রাসে রাখবেন।

ঘ. ছবি-মূর্তি-কুকুর

ঘরে কোনো মানুষ বা পশপাখির ছবি রাখবেন না। মর্তি-ভাস্কর্য তো একেবারেই না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

থেকে শুরু কাছে বেশি ন্নিধ্য দেন। ইকে নিয়ে

কুকুর ও পশুপাখির ছবি যে-ঘরে থাকে দয়ার ফেরেশতা সে-ঘরে আসে না।১৯

তবে গাছগাছালি বা জড় বস্তুর ছবি রাখতে সমস্যা নেই। পশুপাখি বা মানুষের ছবির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার কারণ, এখানে আল্লাহর মতো সৃষ্টির অনুকরণ করা হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

যারা এসব ছবি এঁকেছে, বিচারদিনে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। বলা হবে, যা সৃষ্টি করেছ তাতে প্রাণ দাও।২

এগুলো আঁকা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি এগুলো বিকিকিনি কিংবা প্রদর্শন করাও নিষিদ্ধ। পশুপাখি ও মানুষের মূর্তি বা ভাস্কর্যের বেলাতেও একই বিধান। কিছু কিছু আলিম মানুষ ও পশুপাখির ছবি তোলাকেও নিষিদ্ধ বলেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

[১] সহীহ বুখারী: ৩২২৪

[২] সহীহ বুখারী: ৫১৮১

ঙ. টেলিভিশন-ইউটিউবের সমস্যা

বাচ্চারা ঠিক কতোক্ষণ টিভি দেখে তা নিয়ে একবার এক গবেষণা হয়েছিল। গবেষণায় দেখা যায় দিনে ৩/৪ ঘণ্টা বাচ্চারা টিভির সামনে বসে থাকে। তার মানে কেউ যদি ৬৫ বছর বাঁচে, টিভি দেখে কাটে তার ৯ বছর! এই ৯টা বছর তার কাটে অবাস্তব জগতে, অবাস্তব সব ঘটনা দেখে। এখানেই শেষ না। টিভি বা স্মার্টফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখা ভিডিও বাচ্চাকে বুদ্ধিবৃত্তিক-মানসিক-সামাজিকভাবে পঙ্গু করে দেয়। আরও ভয়ের কথা তারা নিজের প্রাণসত্তাকে নষ্ট করে ফেলে। হয়তো আর কখনও তারা সেখান থেকে উদ্ধার পায় না।

এগুলো কীভাবে আমাদের পঙ্গু করে

জন্মের সময় একটি সুস্থ বাচ্চা তার প্রয়োজনীয় সব মস্তিষ্ক-কোষ নিয়ে জন্মায়। তখন অবশ্য এগুলো পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় থাকে না, ধীরে ধীরে বয়সের সাথে সাথে ফোটে। কিন্তু টেলিভিশন ওর এই স্বাভাবিক কাজটাতে বাধা দেয়। মস্তিষ্ককে বিকশিত হতে দেয় না। কারণ, টিভি বা স্মার্টফোনে ভিডিও দেখার সময় বাচ্চারা থাকে নিষ্ক্রিয়।

চ. মন-মানসিকতার ক্ষতি

যারা দিনের বেশির ভাগ সময় টিভি আর ইউটিউবের ভিডিও দেখেন, সময়মতো সালাত আদায় হয় না তাদের। হয়তো কখনও কখনও ছুটেও যায়। ছেলেদের হয়তো জামাতের সালাত ছুটে যায়। রাত জেগে টিভি-ইউটিউবের ভিডিও দেখে ছুটে যায় ফজরের সালাত। আর এতোক্ষণ ধরে এসব দেখলে সেই মানুষটা কুরআন পড়ার সময় পাবে কোথায়?

বিচারদিনে আপনার সামনে আপনার কর্মলিপি মেলে ধরা হলো। আপনি দেখলেন সেখানে একটু পর পর টিভি বা ইউটিউবের ভিডিও দেখার কথা লেখা আছে। জীবনে ৯/১০ বছর আপনার খালি এসব দেখেই গেছে। কী অবস্থা হবে তখন আপনার? অথচ যদি দেখতেন ওই জায়গাগুলো নিজের কুরআন পাঠ, ইউটিউবে কুরআনের তিলাওয়াত শোনা কিংবা ভালো কোনো লেকচার দেখে ভরা?

সময় নষ্ট তো আছেই-যা দেখছেন তা-ই বা কী দেখছেন? যতোসব অইসলামি ধ্যানধারণা আর রীতিচর্চায় ঠাসা অনুষ্ঠান। নারী-পুরুষের বাছ-বিচারহীন মেলামেশা, অশালীন অঙ্গভঙ্গি, পোশাক-আশাক, আজেবাজে কথা-আরও কতো কী। এসব অনুষ্ঠান বেশির ভাগ বানায় মূলত অমুসলিমেরা। স্বাভাবিকভাবেই এগুলোতে

[১] সহীহ মুসলিম: ২৮০

[২] সহীহ বুখারী: ২৩২২

পাঠ ৮:- উত্তম প্যারেন্টিং

ক. ইতিবাচক প্যারেন্টিং

ইতিবাচক প্যারেন্টিং এর মধ্যে যেমন পিতামাতার বাধ্যগত হওয়া, যা বড় নিয়ামত।

পিতা-মাতার দীর্ঘ প্রচেষ্টা এবং উত্তম তারবিয়ার পর নিশ্চয় ফলাফলও ভালো আশা করা যাবে। আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তানগুলো নেককার হবে, পিতা-মাতার প্রতি অনুগত এবং আল্লাহর নির্দেশগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হবে। এই পিতা-মাতা জীবদ্দশায় নেককার সন্তানাদি পাবেন; যারা পিতা-মাতার সেবা করবে এবং তাদের প্রতি আন্তরিক থাকবে।

আমাদের সন্তানরা তাতেই গড়ে উঠবে, যাতে তাদের বাবারা অভ্যস্ত করে তুলবে।

মৃত্যুর পরে নেককার সন্তানাদি পিতা-মাতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবে। এটা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, মৃত্যুর পর মানুষের সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিন প্রকার আমাল ছাড়া। (অর্থাৎ তিন প্রকার আমলের সওয়াব জারি থাকে)। **১.** সদাকাহ জারিয়াহ (অব্যাহত উপকার পাওয়া যায় এমন দান) ২. উপকারী ইলম ৩. পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্যে দুআ করতে থাকে।**১**

প্রতিটি নেক সন্তানের পিতা-মাতার জন্য এটি আল্লাহর বিশেষ একটি অনুগ্রহ। নেক সন্তান জীবদ্দশায় পিতা-মাতার অনুগত হয়। মৃত্যুর পরেও কাজে আসে।

পিতা-মাতার আনুগত্য সম্পর্কে প্রচুর আয়াত ও হাদিস রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য আয়াত হচ্ছে এই:

يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

অর্থ: তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করতে ও পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন বা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে 'উফ' বলবে না এবং তাদের ধমক দেবে না; বরং তাদের সঙ্গে নম্র কথা বলবে। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করবে এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক! যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন তেমনি তাদের প্রতি দয়া করুন।১

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রথমে তাঁর ইবাদতের কথা বলেছেন। এরপরেই বলেছেন পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যহার করতে। তাদের সঙ্গে কষ্টদায়ক কোনো আচরণ করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি সামান্য 'উফ' শব্দও বলা যাবে না। এছাড়া পিতা-মাতাকে ধমক দিতেও নিষেধ করেছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, পিতা-মাতার সাথে কোনো ধরনের মন্দ আচরণ করা যাবে না। আতা রহ. বলেন, এই আয়াত থেকে এটাও বোঝা যায়, পিতা-মাতার ওপর হাত উঠানো যাবে না।২

এরপর আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দেন পিতা-মাতার সঙ্গে নম্র কথা বলতে, সদয় আচরণ করতে এবং তাদের সামনে বিনয়ী হয়ে যেতে।

পিতা-মাতার অনুগত হওয়া এবং তাদের প্রতি সদয় হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে অসংখ্য হাদিস। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর রাসুল! আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার কে? রাসুল বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, অতঃপর কে? নবিজি বললেন, তোমার মা।

জিজ্ঞেস, তারপর কে? রাসুল বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জানতে চাইল এরপর কে? রাসুল বললেন, এরপর তোমার বাবা।

2. অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসুল ওই লোকের প্রশ্নের জবাবে বলেন, তোমার মা। তারপরও তোমার মা। তারপরও তোমার মা। এরপর তোমার পিতা। অতঃপর তোমার নিকটবর্তী জন। এরপর পরবর্তী নিকটবর্তী জন।

৩. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হলো, পিতার ইন্তিকালের পর তার বন্ধু-বান্ধবের সাথে

সদ্ব্যবহার বজায় রাখা। ৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, যে ব্যক্তি চায়, তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা মৃত্যুর পরে তার সুনাম বজায় থাকুক, তবে সে আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করুক।

এই হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায়, সন্তানের ওপর পিতা-মাতার হক সম্পর্কে। তবে ইসলামি শিষ্টাচারের ওপর বেড়ে ওঠা সন্তানাদি শরিয়া নির্দেশিত এই হকগুলো সাধারণত পালন করে। সুতরাং এই হক পালন করাটা মূলত ওই পিতা-মাতার তারবিয়ার শুভ পরিণাম হিসেবে যারা সন্তানদের কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গড়ে তুলেছেন। কবি বলেন,

শিষ্টাচারের শিক্ষাদান উপকারী হয় ছোটোকালে, কোনো কাজে আসে না সেগুলো বড়ো হলে। গাছ যখন ছোটো থাকে তখনি হয় সোজা, আর সোজা করতে পারবে না বড়ো হলে।

সুতরাং যে সন্তানকে ছোটো থেকেই তার পিতা-মাতা আল্লাহর আনুগত্যে গড়ে তুলবে, আল্লাহ ইচ্ছায় বড়ো হলে ওই সন্তান নেককার হবে। সন্তান সৎ ও নেককার হওয়ার কারণে বাবা-মা-ও প্রভূত কল্যাণ, সওয়াব এবং প্রতিদান লাভ করবে। কারণ, সৎকর্মশীলদের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা নষ্ট করেন না। যেহেতু এই পিতা-মাতা সন্তানদের শৈশবকালে উত্তম তারবিয়া দিয়েছেন; আল্লাহ তাআলা তাদের ওই ভালো কর্মের প্রতিদান নিশ্চয়ই নষ্ট করবেন না; বরং বাড়িয়ে দেবেন।

১. সহিহ মুসলিম; ২৫৪৮; সহিহ বুখারি: ৫৯৭১
২. সহিহ মুসলিম: ৬৩৯৫
৩. সহিহ মুসলিম: ৬৪০৯

৪. সহিহ বুখারি: ২০৬৭; সহিহ মুসলিম : ২৫৫৭
১. সুরা বনী ইসরাঈল: ২৩-২৪
২. তাফসিরে ত্বাবারি: ১৫/৬৫; তাফসিরে ইবনে কাসির: ৩/৩৫

খ. সন্তানদের মধ্যে ভালোবাসা বিস্তার

সন্তানদের মাঝেও ভালোবাসার বিস্তার ঘটা

উত্তম তারবিয়ার অন্যতম ফায়দা হলো, সন্তানদের পরস্পরের মধ্যেও ভালোবাসা তৈরি হওয়া। আর এর কারণ হলো, তারা বেড়ে উঠে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যে। আর আল্লাহর আনুগত্যকারী লোক নিশ্চয়ই তাই ভালোবাসবে যা আল্লাহ এবং তার রাসুল ভালোবাসেন এবং ঘৃণাও করবে সেটাই যেটা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের কাছে ঘৃণিত। আল্লাহই নির্দেশনা দিয়েছেন পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং দয়া ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করতে। উত্তম তারবিয়াতে গড়ে ওঠা সন্তানাদি অবশ্যই আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করবে। (এই কারণে তাদের মাঝে হৃদ্যতা ও গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে)।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ইমানের স্বাদ আস্বাদন করবে :

১. যার কাছে অন্য সব কিছু থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল অধিক প্রিয় হবে।
২. কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে।
৩. কুফুরিতে প্রত্যাবর্তন করাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মতো অপছন্দ করবে।

আবু উমামা বাহিলি রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেছেন, আল্লাহর জন্যেই যে লোক ভালোবাসল ও ঘৃণা করল এবং আল্লাহর জন্যেই যে ব্যক্তি দান করল এবং বিরত রইল (দান থেকে) তার ইমান পরিপূর্ণ।২

বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, সবচাইতে শক্তিশালী রজ্জু হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও তাঁর জন্যেই ঘৃণা করা।

১. সহিহ মুসলিম: ৪৩; মুসনাদে আহমাদ: ১২০০২; সহিহ বুখারি: ১৬

পাঠ ৯:- মন্দ তারবিয়ার ক্ষতির প্রভাব

ক. পিতামাতার অবাধ্যতা

প্রথম ক্ষতি: পিতা-মাতার অবাধ্যতা

যেসব পিতা সন্তানদের ইসলামি তারবিয়া দিতে পারেনি তারা খুব শীঘ্র কর্মফল দেখতে পাবে মৃত্যুর আগে কিংবা পরে। তবে আল্লাহ অনুগ্রহ করে রক্ষা করলে ভিন্ন কথা। ইহকালে তাদের কর্মফল হচ্ছে, সন্তানের অবাধ্যতা এবং সদাচরণ না করা। সন্তানদের দিয়াদীক্ষা দানে অবহেলার কারণে পরকালে আল্লাহর দরবারে এই বাবা জিজ্ঞাসিত হবে। তেমনি (তারবিয়া না দিয়ে) পাপাচারী সন্তান রেখে কোনো পিতা মারা গেলে মৃতার পর সে কোনো উপকার পাবে না। কেননা, তারা তো নিজেরাই অপরাধ ও পাপ থেকে দূরে থাকবে না। নিজেরাই যেখানে লিপ্ত থাকবে পাপাচারে, সেখানে পিতা-মাতার জন্য দুআ করা তো বহু দূরের কথা। তাছাড়া আমলের গ্রহণযোগ্যতা এবং পিতার কবরে তার সওয়াব পৌঁছার জন্য শর্ত হলো, সন্তান নেককার হওয়া। হাদিসে উল্লেখ রয়েছে নেককার সন্তানের দুআ পিতা-মাতার কবরে পৌঁছে।

সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং পিতা-মাতার সাথে অবাধ্যতা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে অসংখ্য হাদিস। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, ওই ব্যক্তির নাক ধূলোমলিন হোক, ওই ব্যক্তির নাক ধূলোমলিন হোক, ওই ব্যক্তির নাক ধূলোমলিন হোক। জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর রাসুল কার! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা তাদের একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেল, এরপরেও সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।১

২. মুগিরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মায়ের নাফরমানী, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া, কারও প্রাপ্য

না দেওয়া এবং অন্যায়ভাবে কিছু নেওয়া। আর অপছন্দ করেছেন অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা, আর মাল বিনষ্ট করা।

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া কবিরা গুনাহ। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, আল্লাহর রাসুল! নিজ পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে কেউ? রাসুল বললেন, হ্যাঁ। দিতে পারে। (তার ধরণ হচ্ছে,) কেউ অন্যের

পিতা কিংবা মাতাকে গালি দিলে প্রত্যুত্তরে তার পিতা বা মাতাকেও ওই লোক গালি দেয়। (এভাবেই নিজ পিতামাতাকে গালি দেওয়া হয়।)

৪. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, আল্লাহ যখন সৃষ্টিজগত সৃষ্টি সম্পন্ন করলেন। 'রিহম' (আত্মীয়তার বন্ধন) উঠে দাঁড়াল। আল্লাহ সেটিকে বললেন, (কী ব্যাপার উঠলে কেন?) থাম তুমি। 'আত্মীয়তার বন্ধন' বলল, আমাকে ছিন্নকারী থেকে আপনার কাছে এটা আশ্রয় চাওয়ার স্থান। (তাই আশ্রয় চাচ্ছি আপনার কাছে।) তখন আল্লাহ ঘোষণা করলেন, তুমি কি এতে রাজি নও যে, তোমার সঙ্গে যে সৎভাব রাখবে আমিও তার সঙ্গে সৎভাব রাখব। আর তোমাকে যে ছিন্ন করবে তাকে আমিও ছিন্ন করব। সে বলল, আমার রব! আমি এতে সন্তুষ্ট। আল্লাহ বললেন, তোমার জন্য আমি তাই নির্ধারণ করলাম।

৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, 'রিহম' অর্থাৎ আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে, আমার সাথে যার সম্পর্ক বজায় থাকবে আল্লাহ তাআলা তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবেন। আর যে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমার সাথে আল্লাহও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন।

৬. জুবায়ের ইবনে মুতয়িম রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

উপরিউক্ত বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, মা-বাবার অবাধ্য হওয়া এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। আর উত্তম আখলোকের শিক্ষা যে সব সন্তানেরা

১. সহিহ বুখারি: ২৪০৮; সহিহ মুসলিম: ৫৯৩

২. সহিহ মুসলিম: ১৬৪; সহিহ বুখারি: ৫৯৭৩

৩. আলমে আজলে যখন সবকিছুর তাকদির নির্ধারণ করলেন। কারণ, নির্ধারিত তাকদির অনুযায়ী তিনি এখনও সৃষ্টিজগতে সৃষ্টি করছেন। সৃষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হয়নি। সম্পাদক

৪. সহিহ বুখারি: ৭৫০২, ৪৮৩০; সহিহ মুসলিম: ২৫৫৪

৫. সহিহ মুসলিম: ৬৪১৩; সহিহ বুখারি: ৫৯৮৯

৬. সহিহ বুখারি: ৫৯৮৪; সহিহ মুসলিম: ২৫৫৬

১. সহিহ মুসলিম: ৬৪০৫

খ. শরীয়া বিরোধী পরিবার গড়ে ওঠা

মন্দ তারবিয়ার অনিবার্য একটি পরিণাম হচ্ছে পরিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাওয়া। পরিবারের সদস্যদের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া। এর কারণ হলো, ইসলামি তারবিয়াই হচ্ছে চরিত্র গঠনের মৌলিক ভিত্তি। আর সেটাই এখানে অনুপস্থিত। বয়ঃসন্ধিকালেই
লেমেয়েদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে মন্দ স্বভাবগুলো। আর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় এরিবারিক বন্ধন। পিতা-মাতা, সন্তানাদি, দাদা-দাদি, নাতি-নাতনি এবং তাদের দিগৎ একটি যৌথ পরিবারের গুরুত্ব থাকে না। এমন পরিবারের স্বামী ব্যস্ত থাকে এদের জীবনযাপন ও কাজকর্ম নিয়ে। মহিলা চলে যায় তার কর্মক্ষেত্রে। বাচ্চাদের পাদনের যথেষ্ট সময় থাকে না। ফলে মায়েদের জায়গা দখল করে নেয় কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো। অপরদিকে সেই মা কাজ করে পুরুষদের পাশাপাশি বসে।১

মই পরিবারের মেয়ে চলে যায় তার বন্ধুর সাথে আনন্দ ভ্রমণে। ছেলে চলে যায় মন্দ জীদের সঙ্গে ঘুরতে। এ-ই হচ্ছে একটি মুক্ত স্বাধীন পরিবারের প্রকৃত চিত্র। এরচেয়ে কিছুটা ভালো অবস্থা সেই সব পরিবারের তাদের কোনো আগ্রহ নেই ইসলামি তারাবিয়া এবং ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে। বহু মেয়েকে দেখা যায়, অবিবাহিতারূপে বাবার বাড়িতে বসে আছে। যুবকেরা আজকাল চলে গিয়েছে এমন অবস্থানে যা থেকে বোঝা বেনা, যুবতীদের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ, আকর্ষণ রয়েছে। কেননা তাদের যৌন বাইন পূরণের ব্যাপারটা সমাধান করে দিয়েছে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন-মুক্ত ব্যবস্থাপনা। আর এই সুযোগটা তৈরি হয়েছে কন্যার পিতাদের অধিক সম্পদের লোভের কারণে। যেন মেয়েরা একটি পণ্য। বিয়ে হচ্ছে ব্যবসা। ব্যবসায়ী তো পণ্য বেচার জন্য কৌশল অবলম্বন করবেই। ক্রেতাদের আগ্রহ ও প্রয়োজনকে কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করবে পণ্যের সর্বোচ্চ দাম হাঁকাতে। কন্যার বিয়ের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই করে মেয়ের বাবারা। ছেলের ধার্মিকতা কিংবা বিশ্বস্ততা সম্পর্কে জানতে চায় না। তাদের জানার আগ্রহ শুধু ছেলের সম্পদের ব্যাপারে। কতগুলো দোকান আর প্রপার্টি আছে ছেলের নামে, সেটাই মেয়ের বাবাদের মূল কৌতূহল।২

এসবের কারণেই বর্তমানে নষ্ট হওয়ার পথে সুদৃঢ় পরিবার-ব্যবস্থা। এছাড়াও এর কারণে সৃষ্টি হয় এমন কিছু বিষয় যাতে খুশি হতে পারে না প্রকৃত কোনো মুসলমান। এই সব কিছুর

পেছনে মূল দায়ী হচ্ছে, ইসলামি শরিয়াকে আঁকড়ে না ধরা। কুরআন-হাদিস সমর্থিত সঠিক তারবিয়া না থাকা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أَتْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَ مَا نَهُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا

.اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ও সোমবার (আল্লাহর সামনে। বান্দার আমল পেশ করা হয়। এরপরের কথাটক উপরিউক্ত হাদিসের মতোই।

উপরিউক্ত বিশুদ্ধ হাদিসগুলো থেকেই আমরা বুঝতে পারি তিন দিনের বেশি সম্পর্কচ্ছেদ করে রাখা হারাম। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হলে তাতে কোনো পাপ হবে না। কারণ, এই সম্পর্কচ্ছেদের উদ্দেশ্য হলো, যেন ওই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাওবা করে ফিরে আসে। যেই সন্তাদের পারস্পরিক হৃদ্যতা, সখ্যতা ও ভালোবাসার শিক্ষা না দেওয়া হবে তাদের মধ্যেই সৃষ্টি হবে সম্পর্কচ্ছেদ এবং কথা বন্ধ করার মতো নিকষ্ট স্বভাব-চরিত্র। তবে আল্লাহ যার ওপর রহম করবেন তার কথা ভিন্ন। কবি বলেন,

আমাদের সন্তানেরা তাতেই গড়ে উঠবে, যাতে তাদের বাবারা অভ্যস্ত করে তুলবে।

পিতা-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে, সন্তানদের বোঝানো এবং পথ দেখানো। হিদায়াত দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তিনি যাকে ইচ্ছা পথ দেখান আর যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন।

সন্তান বিগড়ে যাওয়ার অনেক কারণ হতে পারে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ তুলে ধরা হলো:

১. দারিদ্র্য। ২. বাবা মায়ের তালাক। ৩. এমন অখণ্ড অবসর যা সন্তানের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। ৪. মন্দ বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গী। ৫. সন্তানের সাথে পিতা-মাতার মন্দ ব্যবহার। ৬. অপরাধ মূলক এবং অশ্লীল নাটক-সিনেমা দেখা। ৭. সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা না দেওয়া। ৮. ইয়াতিম হওয়া।

উপরিউক্ত কোনো একটি কারণ থাকলে সন্তান সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। তবে আল্লাহ যাকে হিফাজত করে সে ব্যতিক্রম।

১. সহিহ মুসলিম :২৫৬৫

১. আল উসরাহ বাইনাল জাহিলিয়্যাহ ওয়াল ইসলাম: পৃ, ১৫৪, সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত

পাঠ ১০:- উপসংহার

সন্তানের জন্য বিশেষ কিছু দোআ ও হাদিস

সন্তানকে তাওহীদ শিক্ষা দেওয়া:

وَ اِذۡ قَالَ لُقۡمٰنُ لِابۡنِهٖ وَ هُوَ یَعِظُهٗ یٰبُنَیَّ لَا تُشۡرِکۡ بِاللّٰهِ ؕؔ اِنَّ الشِّرۡکَ لَظُلۡمٌ عَظِیۡمٌ

আর স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, ‘প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না; নিশ্চয় শিরক হল বড় যুলম। (৩১. লুকমান ১৩)

সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া:

یٰبُنَیَّ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ وَ اۡمُرۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ انۡهَ عَنِ الۡمُنۡکَرِ وَ اصۡبِرۡ عَلٰی مَاۤ اَصَابَکَ ؕ اِنَّ ذٰلِکَ مِنۡ عَزۡمِ الۡاُمُوۡرِ

হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (৩১. লুকমান ১৭)

সন্তানকে আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া:

وَ لَا تُصَعِّرۡ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمۡشِ فِی الۡاَرۡضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخۡتَالٍ فَخُوۡرٍ .وَ اقۡصِدۡ فِیۡ مَشۡیِکَ وَ اغۡضُضۡ مِنۡ صَوۡتِکَ ؕ اِنَّ اَنۡکَرَ الۡاَصۡوَاتِ لَصَوۡتُ الۡحَمِیۡرِ

আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নীচু কর; নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ। (৩১. লুকমান ১৮-১৯)

সন্তানদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখা:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَکُمۡ وَ اَهۡلِیۡکُمۡ نَارًا وَّ قُوۡدُهَا النَّاسُ وَ الۡحِجَارَۃُ عَلَیۡهَا مَلٰٓئِکَۃٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا یَعۡصُوۡنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمۡ وَ یَفۡعَلُوۡنَ مَا یُؤۡمَرُوۡنَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ

তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। (৬৬. তাহরীম ০৬)

সন্তানের জন্য দুআ করা:

وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

আর যারা বলে, হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। (২৫. ফুরকান ৭৪)

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ

সেখানে যাকারিয়্যা তার রবের কাছে প্রার্থনা করেছিল, সে বলল, ‘হে আমার রব, আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (৩. আলে ইমরান ৩৮)

কন্যা সন্তানের জন্য মনক্ষুণ্ন না হওয়া:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾

যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের সুখবর দেয়া হয় তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে ভিতরে ভিতরে গুমরে মরতে থাকে। (সুরা নাহল ৫৮)

দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা না করা:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, এসো আমি তোমাদের শুনাই তোমাদের রব তোমাদের ওপর কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। দারিদ্রের ভয়ে নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে জীবিকা দিচ্ছি এবং তাদেরকেও দেবো।৪. প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল বিষয়ের ধারে কাছেও যাবে না। আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন ন্যায় সংগতভাবে ছাড়া তাকে ধ্বংস করো না। তিনি তোমাদের এ বিষয়গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ করবে। (সূরা আনয়াম ১৫১)

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾

দারিদ্যের আশংকায় নিজেদের সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও। আসলে তাদেরকে হত্যা করা একটি মহাপাপ। (সুরা বনী ইসরাইল ৩১)

সন্তানের পিতৃ পরিচয়ে বংশ পরিচয় নির্ধারিত হবে:

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

পালক পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকো। এটি আল্লাহর কাছে বেশী ন্যায়সংগত কথা। আর যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং বন্ধু। না জেনে যে কথা তোমরা বলো সেজন্য তোমাদের পাকড়াও করা হবে

না, কিন্তু তোমরা অন্তরে যে সংকল্প করো সেজন্য অবশ্যই পাকড়াও হবে। আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়াময়। (সুরা আহযাব ৫)

আল-হাদিস

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ রাফি (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমাহ (রা.) যখন আলী (রা.)-এর পুত্র হাসান (রা.)-কে প্রসব করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কানে সালাতের আযানের ন্যায় আযান দিয়েছিলেন। (আবু দাউদ ৫১০৫)

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহনিয়া করানো:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ زَادَ يُوسُفُ وَيُحَنِّكُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بِالْبَرَكَةِ

আয়িশাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বাচ্চাদেরকে আনা হলে তিনি তাদের জন্য বরকতের দুআ করতেন। ইউসুফের বর্ণনায় রয়েছেঃ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন। এতে বরকতের জন্য কথাটি উল্লেখ নেই। (আবু দাউদ ৫১০৬)

সন্তানের সুন্দর নাম রাখা:

،عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

আবূ দারদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে, তোমাদের ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। তাই তোমরা তোমাদের সুন্দর নামকরণ করো। (আবু দাউদ ৪৯৪৮)

যে সমস্ত নাম রাখা উত্তম:

،عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

ইবনু উমার (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহামহিম আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হলো আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রাহমান। (আবু দাউদ ৪৯৪৯)

عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ، وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ

আবূ ওয়াহব আল-জিশামী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা নবী-রাসূলগণের নামে নামকরণ করো। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রাহমান। নামের মাঝে হারিস ও হাম্মাম হলো বিশ্বস্ত নাম এবং হারব ও মুররাহ হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম। (আবু দাউদ ৪৯৫০)

যে সকল নাম রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ.

সামুরাহ ইবনু জুনদাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চারটি নাম রাখতে নিষেধ করেছেন: আফলাহ, রাবাহ, ইয়াসার ও নাফি। (মুসলিম ২১৩৬)

সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা করা:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

সামুরা ইবন জুনদুব (রা.) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, প্রত্যেক সন্তান স্বীয় আকীকার সাথে আবদ্ধ। তার পক্ষ হতে তা তার জন্মের সপ্তম দিনে যবেহ করতে হবে। সেদিন তার মাথা মুণ্ডন করতে হবে এবং তার নাম রাখতে হবে। (নাসাঈ ৪২২১)

সন্তানের পক্ষ থেকে সদাকাহ করা:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ " يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً. قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ.

আলী ইবনু আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি বকরী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসানের আকীকা করেন এবং বলেনঃ হে ফাতিমা! তার মাথা নেড়া করে দাও এবং তার চুলের ওজনের অনুরূপ রূপা দান কর। তদানুযায়ী আমি তার চুল ওজন করলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হয়। (তিরমিজি ১৫১৯)

সন্তানকে তাওহীদ শিক্ষা দেওয়া:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ " يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ " .

ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেনঃ হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ্ তাআলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ্ তাআলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তাআলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ্ তাআলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উন্মাতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকল ক্ষতিই

করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ্ তাআলা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে। (তিরমিজি ২৫১৬)

সন্তানকে নামাজের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

আমর ইবনু শুআয়েব (রহ.) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দেবে এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন নামায না পড়লে এজন্য তাদেরকে মারপিট কর এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দিবে। (আবু দাউদ ৪৯৫)

সন্তানকে আদর-স্নেহ করা, চুমু দেয়া ও আলিঙ্গণ করা:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا. فَقَالَ الأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ ".

আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা হাসান ইবনু 'আলীকে চুম্বন করেন। সে সময় তাঁর নিকট আকরা ইবনু হাবিস তামীমী উপবিষ্ট ছিলেন। আকরা ইবনু হাবিস বললেনঃ আমার দশটি পুত্র আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন দেইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পানে তাকালেন, অতঃপর বললেনঃ যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না। (বুখারী ৫৯৯৭)

সন্তানের লালন পালনের জন্য খরচ করা:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ ، بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. قَالَ " نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ".

উম্মু সালামাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সালামাহর সন্তানদের জন্য ব্যয় করলে তাতে আমার কোন সাওয়াব হবে কি? আমি তাদের এ (অভাবী) অবস্থায় ত্যাগ করতে পারি না। তারা তো আমারই সন্তান। তিনি বললেনঃ হাঁ, তুমি তাদের জন্য যা খরচ করবে তাতে তোমার সাওয়াব আছে। (বুখারী ৫৩৬৯)

সন্তানদেরকে স্বাবলম্বী করে রেখে যাওয়া:

سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لاَ فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

সাদ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জে একটি কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত হলে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য আসতেন। একদা আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, আমার রোগ চরমে পৌঁছেছে আর আমি সম্পদশালী। একমাত্র কন্যা ছাড়া কেউ আমার উত্তরাধিকারী নেই। তবে আমি কি আমার সম্পদের দু তৃতীয়াংশ সাদাকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি আবার নিবেদন করলাম, তাহলে অর্ধেক। তিনি বললেন, না। অতঃপর তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও বিরাট পরিমাণ অথবা অধিক। তোমার ওয়ারিসদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাদেরকে খালি হাতে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে)। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! (আফসোস) আমি আমার সাথীদের হতে পিছনে থেকে যাব? তিনি বললেন, তুমি যদি পিছনে থেকে নেক 'আমল করতে থাক, তাহলে তাতে তোমার মর্যাদা ও উন্নতি বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। তাছাড়া, সম্ভবত, তুমি পিছনে (থেকে যাবে)। যার ফলে তোমার দ্বারা অনেক কাওম উপকার লাভ করবে। আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ্! আমার সাহাবীগণের হিজরত বলবৎ রাখুন। পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস! সাদ ইবনু খাওলার জন্য (এ বলে) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করছিলেন, যেহেতু মক্কা্য় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। (বুখারী ১২৯৫)

সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ " .

জাবির ইবনু সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিজের সন্তানকে শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া এক সা পরিমাণ বস্তু দান-খাইরাত করার চেয়েও উত্তম। (তিরমিজি ১৯৫১)

সন্তানদের ব্যাপারে ইনসাফ কায়েম করা:

عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ أَعْطَانِيْ أَبِيْ عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّيْ أَعْطَيْتُ ابْنِيْ مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِيْ أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

আমির (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নুমান ইবনু বাশীর (রা.) কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আমরা বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সাক্ষী রাখা ব্যতীত সম্মত নই। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমরা বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। হে আল্লাহর

রাসূল! আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য সে আমাকে বলেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি এ রকম করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা কর। (বুখারী ২৫৮৭)

দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করা নিষেধ:

عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِك

’আবদুল্লাহ (ইবনু মাস’ঊদ) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন্ গুনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য অংশীদার দাঁড় করান। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এতো সত্যিই বড় গুনাহ। আমি বললাম, তারপর কোন্ গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সঙ্গে আহার করবে। আমি আরয করলাম, এরপর কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার ব্যভিচার করা। [বুখারি ৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, ৭৫২০, ৭৫৩২; মুসলিম ১/৩৭, হাঃ ৮৬০] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪১১৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪১২২)

নবজাতকের মাথার চুল ওজন করে সমপরিমান দান:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ " يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً"

আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি বকরী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসানের আকীকা করেন এবং বলেনঃ হে ফাতিমা! তার মাথা নেড়া করে দাও এবং তার চুলের ওজনের অনুরূপ রূপা দান কর। তদানুযায়ী আমি তার চুল ওজন করলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হয়। (তিরমিজি ১৫১৯)

عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ "

সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সকল শিশুই তার আকীকার সাথে বন্ধক (দায়বদ্ধ) অবস্থায় থাকে। জন্মগ্রহণ করার সপ্তম দিনে তার পক্ষে যবেহ করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথা নেড়া করতে হবে। (তিরমিজি ১৫২২, ইবনু মা-জাহ ৩১৬৫)

সন্তানের খাতনা করা:

،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ" الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ".

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষের স্বভাবগত বিষয় হলো পাঁচটিঃ খাতনা করা, নাভির নীচের পশম কামানো, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, গোঁফ ছাঁটা এবং (অতিরিক্ত) নখ কাটা। (সহিহ বুখারি ৫৮৮৯, আধুনিক প্রকাশনী- ৫৮৫৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৭৪৭)

শিশুদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা:

عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ ".

’আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো। আপনারা শিশুদের চুম্বন করেন, কিন্তু আমরা ওদের চুম্বন করি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ যদি তোমার হৃদয় হতে দয়া উঠিয়ে নেন, তবে তোমার উপর আমার কি কোন অধিকার আছে? [বুখারি, ৫৯৯৮, মুসলিম ৪৩/১৫, হাঃ ২৩১৭, আহমাদ ২৪৪৬২] (বুখারি, আধুনিক প্রকাশনী- ৫৫৬৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৪৫৯)

‘দ্যা ম্যাসেজ’ এর লক্ষ্য কুরআন-হাদীসের জ্ঞানকে সহজবোধ্য, সহজলভ্য ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা। যাতে ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষ ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারে। কুরআন-হাদীসের প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন ও নিজের জীবনে তা চর্চার মধ্য দিয়ে আলোকিত ও কল্যাণময় সমাজ গড়ে উঠবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

উপসংহার

মুসলিম প্যারেন্টিং শুধুমাত্র একটি পারিবারিক নীতি নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ দীনী দায়িত্ব। সন্তানের জন্মের আগেই জীবনসঙ্গী নির্বাচনের গুরুত্ব থেকে শুরু করে সন্তানের ঈমান, তারবিয়া, আদর্শ শিক্ষা ও নৈতিক উন্নয়ন—প্রতিটি ধাপে ইসলাম সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। এই থিসিসে আমরা দেখেছি, নবীদের তারবিয়ার পদ্ধতি কীভাবে যুগে যুগে প্রাসঙ্গিক এবং কার্যকর থেকেছে।

নবীজির (সা.) শিক্ষা অনুযায়ী পরিবারে সালাত প্রতিষ্ঠা, তাকওয়ার চর্চা এবং আল্লাহর ভয় সৃষ্টি সন্তান গঠনের অন্যতম মূল উপাদান। আমরা আলোচনা করেছি আধুনিক যুগের বিভিন্ন ফিতনা—টিভি, ইন্টারনেট, সামাজিক মাধ্যম, অবাধ স্বাধীনতা—যেগুলো সন্তানদের মানসিকতা ও আখলাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এসব থেকে সন্তানের আত্মাকে রক্ষা করাও মুসলিম পিতা-মাতার দায়িত্ব।

সন্তান কেবল পারিবারিক গর্বের বিষয় নয়, বরং কিয়ামতের ময়দানে পরিত্রাণের মাধ্যমও হতে পারে, যদি তাকে পুণ্যবান করে গড়ে তোলা যায়। তাই উত্তম তারবিয়া, দোআ, ভালোবাসা এবং সময় দেওয়ার মাধ্যমে একজন সন্তানের মধ্যে ঈমান ও চরিত্রের বীজ বপন করতে হবে।

এই গবেষণার মাধ্যমে একটি পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে, যেন মুসলিম সমাজ আরও সচেতন ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের তাওফিক দান করুন। আমীন।

তথ্যসুত্র

আল-কুরআন:

- সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৭৪
- সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৮
- সূরা হুদ, আয়াত ৪৫–৪৭
- সূরা বাকারা, আয়াত ১২৪, ১৩৩, ২০১
- সূরা ত্বহা, আয়াত ১৩২
- সূরা তাহরীম, আয়াত ৬
- সূরা ইসরা, আয়াত ৩১
- সূরা মায়িদা, আয়াত ৮৮
- সূরা মারইয়াম, আয়াত ৫৫

- সূরা ছাফফাত, আয়াত ১০০–১১২

সহীহ হাদীসগ্রন্থসমূহ:

- সহীহ বুখারী: হাদীস ৫০৬৫, ৫০৯০, ৩৪৯৩, ৮৯৩
- সহীহ মুসলিম: হাদীস ১৪৬৬, ২৬৩৮, ৩২৯১, ১৮২৯
- সুনান আবু দাউদ: হাদীস ৪৮৫৯
- সুনান তিরমিযী: হাদীস ৩৪৩৩
- সুনান নাসাঈ: হাদীস ১৩৪৪
- মিশকাতুল মাসাবীহ: হাদীস ২৪৩৩, ২৪৫০, ৩০৮

তাফসীর:

- তাফসীর ইবনে কাসীর
- তাফসীর সা'দী (তাইসিরুল করীমির রহমান)

অনলাইন

- মাসিক আল-কাউসার
- মাসিক আত-তাহরীক
- হাদিস বিডি
- আই ফতোয়া

বই ও প্রবন্ধ:

- তারবিয়াতুল আওলাদ । লেখক- ড. সাইদ ইবনে আলী কাহতানী রহ.
- শিশুর মননে ঈমান । ড. আইশা হামদ